চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 July, 2020 ■ আগরতলা, ৬ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার লকডাউন চলাকালীন শহর আগরতলায় পুলিশের কঠোর নজরদারী। ছবি নিজস্ব।

বাগমায় বাইক দূর্ঘটনায় নিহত টিএসআরের হাবিলদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুলাই।। মন্দির নগরী উদয়পুরে রবিবার সকালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক টি এস আর জওয়ানের। ঘটনা বাগমা ফাঁড়ির সামনে নাকাতে। মৃত টি এস আর- জওয়ানের নাম জয়দেব দাস, বয়স ৪০। গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার লকডাউন এর দিন কর্মসূত্রে নিজ বাড়ি উদয়পুর গোকুলপুর থেকে আগরতলা যাওয়ার সময় টি এস আর তৃতীয় বাহিনীর জওয়ান বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।এদিনটট্রু ০৩৯ ৬৭৮ নাম্বারের বাইকে করে যাওয়ার সময় বাগমা ফাঁড়ির সামনে নাকা পয়েন্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে টিএসআর জয়দেব দাস। তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে লকডাউন সফল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চুড়াইবাড়ি, ৫ জুলাই।। রবিবার গোটা রাজ্যে একদিনের লকডাউনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পড়ে লক্ষিত হয়েছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব অংশের জনগণ সাড়া দিয়েছেন। দোকানপাট বাজার হাট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। রাস্তায় বেসরকারি কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। রবিবারের লকডাউন পুরোপুরি সফল হয়েছে বলা যেতেই পারে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে রাজ্য সরকার রবিবার একদিনের লক ডাউন পালন করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে রাজ্যবাসী লকডাউন পুরোপুরিভাবে মান্য করেছেন। লকডাউন রাজ্যবাসী যাতে সফল করেন সেজন্য প্রশাসনিক তৎপরতা ও পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত লোকজন ছাড়া অন্যান্য কাউকে বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হতে দেওয়া হয়নি। বিনা প্রয়োজনে যারা বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রবিবার সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় সরকারি অফিস-আদালত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। অবশ্য লকডাউন এর ফলে রাস্তায় কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল না করায় অসুস্থ রোগীদের দিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেককেই। লক ডাউন পুরোপুরি সফল হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাজ্যবাসী সার্বিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের কথা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে লকডাউন আবারও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশংকা করছেন অনেকেই।

বর্তমান সময়ে গোটা দেশের সাথে রাজ্যজুড়ে করোনা ভাইরাস ভয়াবহ আকার নিলেও এই অতি মহামারীর সামনে থেকে মোকাবিলা করে চলছে রাজ্য সরকার।মহামারী করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।তারই অঙ্গ হিসাবে গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার কদমতলা, চুড়াইবাড়ি ও বাগবাসা আউট পোস্ট এলাকায় ২৪ ঘন্টার লকডাউনে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ভোর ৫ টা থেকে স্থানীয় থানার আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা পুলিশি টহলদারিতে নেমে পড়েন। সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা ২৪ ঘন্টা লকডাউনে ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন। রাজ্যের প্রবেশদ্বার কদমতলা চুড়াইবাড়ি সহ আশপাশ এলাকার বাগবাসা শনিছড়া নতুন বাজার ইত্যাদি এলাকার বাজার হাট সম্পূর্ণভাবে শুনশান। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী যুবক রাস্তায় বের হলে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার বুঝিয়ে নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিছু কিছু দোকানপাট খোলা থাকলে পুলিশ প্রশাসন নিজ উদ্যোগে বন্ধ করে দেয়।

অপরদিকে রাজ্যের একমাত্র প্রবেশদ্বার ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে জরুরী কালীন ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করলেও দরকার বিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। তবে রোগি নিয়ে বহি রাজ্য থেকে আসা গাড়ির ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০,০০০ কিট পৌঁছল রাজ্যে দ্রুত অ্যান্টিজেন পরীক্ষা শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য অ্যান্টিজেন টেস্ট কিটসের প্রথম চালান পেয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার ৫০,০০০ কিটের প্রথম কিস্তি রাজ্যে পৌঁছেছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একটি উচ্চতর সূত্র জানিয়েছে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, আমরা কিটের প্রথম চালান পেয়েছি। সব মিলিয়ে শনিবার ৫০,০০০ কিট ত্রিপুরায় পৌঁছেছে এবং শীঘ্রই কনটেন্টমেন্ট জোনগুলিতে গণ পরীক্ষার কাজ শুরু করবে। তাঁর কথায়, এই অ্যান্টিজেন টেস্ট কিটসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীরা কম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবার শ্রাদ্ধের দিনে মেয়ের পরীক্ষার ভাল রেজাল্টের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৫ জুলাই।। বাবার শ্রাদ্ধশান্তির দিনে পরীক্ষায় মেয়ের ভাল রেজাল্ট। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার লক্ষ্মীপুর এলাকায়। জানাগেছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় চুমকি চাকমা প্রথম বিভাগে পাশ করে। বাবা উদঙ্গমনি চাকমার স্বপ্ন ছিল মেয়েকে ভাল লাইনে পড়াশোনা করানোর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

গত সপ্তাহ দীর্ঘ রোগভোগের পর বাবার মৃত্যু ঘটে। আজ বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিনে পরীক্ষায় মেয়ে ভাল রেজাল্ট করে। এতে আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোটা পরিবার। এখন বাবার স্বপ্ন কিভাবে পূরন হবে এই ভেবে কান্নায় ভেঙ্গে

পড়ে চুমকি। সকলেই চাইছেন সরকারী সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত ২০২০ সনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ২২ জন করোনা সংক্রমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজ্যে আরও ২২ জন করোনা সংক্রমিত। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রবিবার ১৬৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ২২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় সাতজন, খোয়াই জেলায় ছয়জন, উত্তর জেলায় চারজন, সিপাহীজলা জেলায় তিন জন, ধলাই জেলা ও গোমতী জেলায় একজনকরে।

রোসনার মৃত্যু মামলায় নয়া মোড় বালিশ চাপায় খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। গৃহবধূ হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়। অবশেষে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত না হওয়ায় আগরতলাতে ময়না তদন্ত করে মৃতদেহ নিয়ে গতকাল রাতে মৃতার পরিজনরা কদমতলা থানায় আসেন। বর্তমানে তারা উপযুক্ত বিচারের আশায় প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১লা জুলাই ইচাই লালছড়াস্থিত শ্বশুরবাড়িতে রুসনা বেগম(২৩) নামে এক তরুণ গৃহবধূ অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী চেরাগ মিয়া ও তার বড় ভাই জয়নাল আবেদীন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় মৃত গৃহবধূকে। খবর পেয়ে মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির

কদমতলা

লোকজনেরা হাসপাতালে ছুটে যান।

সেখানে মৃত অবস্থায় রুসনাকে দেখেই বধূ হত্যার অভিযোগ তুলেন স্বামী ও তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আর এখানে গৃহবধূ রুসনা খুন হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল তার স্বামী বর্তমানে পাঁচ সন্তানের এক জননীকে বিবাহ করার জন্য কোর্ট মেরেজ করেন। আর তাতেই চরম অশান্তির দানা বাঁধে তাদের সংসারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মৃতার বাড়ির লোকজনরা কদমতলা থানায় এসে ওই দুই ব্যক্তির নামে মামলা দায়ের করেন। কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার মামলা হাতে পেয়েই অভিযুক্ত দুজনকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে আসেন। অবশ্য পরদিনই দুই আসামিকে আদালতে চারদিনের রিমান্ড চেয়ে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে প্রকাশ্যে যুবককে হত্যার চেষ্টা, ছুরিকাঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। প্রকাশ্যো দিবালোকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করে অজিৎ দাস নামে এক নেশাগ্রস্ত যুবক। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম হাবাজিয়ামুড়া নেতাজি কলোনি এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় তাপস দেব বাড়ি দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকায় শুক্রবার মাশির বাড়ি চড়িলাম নেতাজী কলোনি এলাকায় আসে এবং কিছুক্ষণ সময় কাটার পর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলে হঠাৎ মদমত্ত অবস্থায় থাকা অজিত দাস পেশায় গাড়ি চালক তাপস দেবকে এই এলাকায় কেন এসেছে বলে তার উপর চড়াও হয়ে পরে।

তখন তাপস দেব মাশির বাড়িতে এসেছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু অজিৎ দাস একসময় তার নিজ পকেট থেকে ছুড়ি বের করে তাপস দেবের পেটে, পিঠে, আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করে। ছুড়ির আঘাতে তাপস দেব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু তাতেও অজিৎ দাসের রাগ শেষ হয়নি, তাপস দেবের মাশি অননা সাহা এবং ছেলে বিশ্বজিৎ সাহা তাপস দেবকে বাচাতে গেলে তাদেরকেও ছুড়ি দিয়ে আঘাত করে আহত করেছে। ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষ ভাবে দাড়িয়ে থাকা সানীয় কয়েকজন আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্ত্যব্যরত চিকিৎসক রোগীদের অবস্থা আশংকা জনক হওয়াতে তাদেরকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে। উক্ত বিষয়ে আহতদের পরিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন চলাকালীন রাজ্যে এসে বিপাকে পড়লেন বিমানযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। বিমান চালু রয়েছে। এই সুযোগে নিজেদের বাড়িতে ফেরার জন্য রাজ্যেরই কয়েকজন টিকিট কেটে আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরে আসেন রবিবার সন্ধ্যায়। এদের মধ্যে কেউ বেঙ্গালুরু থেকে, কেউ পুনে থেকে কেউ চেন্নাই থেকে। তবে তারা আগরতলা বিমানবন্দরে আসার পর জানতে পারে, রাজ্যে লকডাউন চলছে। তাদের সেখান থেকে সি আই এস এফ জওয়ানরা জানিয়ে দেয়, তারা কেউই আগরতলা বিমান বন্দরে থাকতে পারবে না।

পুলিশ এসে তাদের নিয়ে যাবে। যথারীতি পশ্চিম থানা থেকে একটি গাড়ি দিয়ে এই বিমান যাত্রীদের নিয়ে আসা হয় পশ্চিম থানাধীন পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে। এখানে এনেই পুলিশ তাদের দায়িত্ব খালাস করে দেয়। যাত্রীদের কারোর বাড়ি ধর্মনগর তো কারোর সাব্রুম, কারোর বিলোনিয়া। লকডাউন চলছে, তো তারা যাবেন কিভাবে। কোথায় থাকবেন তারা এই বিষয়ে তারা পুলিশের কাছে সহায়তা চাইলে পুলিশ তাদের ধুর ছাই করে থানার এলাকা থেকে রীতিমতো তাড়িয়ে দেয়। কি অবস্থা। যেখানে পুলিসের দায়িত্ব তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়ার, সেখানে পুলিসই তাদের তাড়িয়ে দেয়। উপায় না পেয়ে এই সব ছেলেরা মাঝ রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে।

কোথায় যাবে, কি করবে, তারা তা নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে সবাই। এই বিষয়ে একজন যাত্রী বলেন, বিপদের সময় তো পুলিসের সহায়তা দরকার। যেটাই করলোনা পশ্চিম থানার পুলিশ। উল্টো তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো। এই ভাবে কি কেউ মানুষের বিপদের সময় করে নাকি, বলেই নিজেদের অভিযোগ জানায় যাত্রীরা।একই কথা বলেন আরেকজন যাত্রী ও। তিনি বলেন, একে তো লকডাউন, তার মধ্যে তাদের কারোর কাছেই সেই রকম অর্থ নেই,হোটেল ভাড়া করে থাকার জন্য। কি যে করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। যারাই বিমানে করে আসবেন এমন জরুরি কালীন সময়ে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশেরই।

যেটাই বিগত দিনে হয়েছে। আর এখন তো করোনা পরিস্থিতি। এর মধ্যে তো এই সব যাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে জঙ্গী আনাগোনা, চাম্পাহাওয়রে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ জুলাই।। এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে ফের একবার উগ্রপন্থী আনাগোনা। গ্রেপ্তার দুই সন্দেহভাজন এন এল এফ টি সক্রিয় সদস্য. তাদেরকে আটক করা হয় চাম্পাহাওর থানা এলাকা থেকে. ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি চাম্পহাওর থানা এলাকার রাম দেওয়ান চৌধুরীপাড়া। অপর জনের বাড়ি নাইল্লা বাড়ি এলাকা। গ্রেপ্তার দুজনের নাম নির্বাণ দেববর্মা ও সমরেশ দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরে তুলাশিখর এলাকায় ব্যবসায়ীদের চাঁদার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। সেই সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে নামে। এই তদন্তক্রমে পুলিশ দুজনকে আটক করে শনিবার গভীর রাতে. নিজ বাড়ি থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। রবিবার তাদেরকে এক দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে কোর্টে সোপর্দ করা হয়। যতটুকু জানা গেছে তাদেরকে একদিনের

জন্য জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার তাদেরকে ফের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

যতটুকু জানা গেছে তাদের সাথে যুক্ত রয়েছে আরও বেশ কয়েকজন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাম্পাহাউর থানা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।তবে ঘটনার বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার মুখ খুলতে নারাজ। চাম্পাহাউর থানার ওসি ও জেলা পুলিশ সুপারের অভিযানে তাদেরকে আটক করা হয়। এদিকে, এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে জঙ্গী আনাগোনা বৃদ্ধিতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী জনমনে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পাচারকালে ৭৩ টি মোবাইল সেট বাজেয়াপ্ত গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। মধ্যরাতে ধাওয়া করে সোনামুড়াগামি গাড়ি আটকে ৭৭ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মেলাঘর থানার পুলিশ। সেই সাথে দুইজনকেও আটক করেছে। পুলিশের দাবি, ফোনগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং ক্রয় বিক্রয়ের কোনও জিএসটি ইনভয়েস বা ওয়েবিল ছিল না।

বাজেয়াপ্ত ফোনগুলির মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হবে। দেশে জিএসটি ব্যবস্থা চালুর পর ইনভয়েস ছাড়া পন্য ক্রয়বিক্রয় অসম্ভব। তাহলে মোবাইল সেটগুলি কোথা থেকে কিভাবে এলো বা সেগুলি এদেশেই উৎপাদিত কিনা এসম্পর্কে পুলিশ এখনও নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে নি। আটক দুই ব্যক্তির বক্তব্যও জানা যায়নি। তবে রাজ্যের কোথাও একসাথে এতগুলি মাবাইল ফোন চুরির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬৩ ▫ ৬ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ২১ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আন্দোলনমুখী সিপিএম

শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরার সিপিএম বা বামফ্রন্ট কমিটি আন্দোলনমুখী হইতেছে। বামফ্রন্ট ছয় দফা দাবীতে সাতই জুলাই সর্বত্র দাবী দিবস পালন করিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে। এই কর্মসূচীতে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনও অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে। এক সময় যে সিপিআই(এমএল) ছিল সিপিএমের চক্ষুশূল। এই ত্রিপুরায় চরমপন্থী এই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সিপিএম ছিল খড়গ হস্ত। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর পুলিশ উত্তর ত্রিপুরার হুরুয়ায় নিরস্ত্র ঘরবন্দী সাত কমিউনিস্ট উগ্রপন্থীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যাকারী এসপি টি কে সান্যালকে বামফ্রন্ট সরকার পুরস্কৃত করে। সেই চরমপন্থীদের অনুসারী সিপিআই(এমএল) লিবারেশন সিপিএমের আন্দোলনের শরিক হইয়াছে। আসলে, রাজ্যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট নামেই আছে। যখন ত্রিপুরায় ক্ষমতার মধ্যগগনে ছিল সিপিএম তখন ছোট শরিকরা তেমন পাত্তা পাইত না। সিপিএম শাসনে মাৎস্যন্যায় রাজ্যের মানুষ দেখিয়াছে। সিপিআই, আরএসপি ও ফরোয়ার্ড ব্লক ছোট বাম শরিকরা তো প্রায় মুছিয়াই গিয়াছে। সিপিএমই শেষ কথা বলিবার মালিক। নাম সর্বস্ব এই বামফ্রন্ট কত চলিবে কে জানে? এই বামফ্রন্ট শেষ পর্য্যন্ত আন্দোলনমুখী হওয়ার ঘটনা রীতিমতো খবর বলা যাইতে পারে। এক সময় সিপিএমের শ্লোগনই ছিল 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।' শ্লোগান ছিল 'বাঁচতে চাই লড়াই আর ধর্মঘট'। 'কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না।' এইসব শ্লোগানগুলি এক সময় যুবকদের মনে তুফান ছুটাইত। তারপর ক্ষমতার কয়েক যুগে এইসব শ্লোগান যেন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ক্ষমতার মশগুলে, সুখ ভোগে, দম্ভ ও অহংকারে সিপিএম নেতারা, একসময়ে রক্ত টগবগ করা যুবকরা এইসব শ্লোগান বিস্মৃত হন। বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া যায় সেই গরীব মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বর। কমরেডরা, যাহারা লুটপাট চালাইত তাহারা টাকার বিছানায় শয্যা গড়িত। রাতারাতি বহু কমরেড নেতারা বিস্তর ধন দৌলতের মালিক বনিয়া যান। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী হয়। পার্টি, প্রশাসন চোখ বুজিয়া থাকে। দলের কমরেড হইলে সাত খুন মাপ হইয়া যায়। চাকুরী, সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ মিলিত যাহারা সিপিএমের খাতায় নাম লিখাইত। পার্টি অফিস ছিল মূল নিয়ন্তা। সেই বিপ্লবী দলের নেতা কর্মীরা ক্ষমতা হারাইয়া বিজেপির মারে ঘরে শয্যা নিয়াছে। বেআইনী জায়গায় তৈরী বহু পার্টি অফিস প্রশাসন গুড়াইয়া দিয়াছে। প্রতিরোধে সামান্য শক্তি দেখাইতে পারিল না বাম বিপ্লবীরা।

ভীত সন্ত্রস্ত দল এখন বিপ্লবী চেতনায় জাগিয়া উঠিতে সচেষ্ট। সাত জুলাই ইহারাই মহড়া হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আর এই মহড়ার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের অবদান যুগাইতেছে বর্তমান সরকারের কর্মকান্ড এবং বিজেপি দলের সাংগঠনিক দূর্বলতা। তলে তলে, কংগ্রেস ও সিপিএম শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা চালাইতেছে। তবে, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভবিষ্যত যে একেবারেই অনুজ্জ্বল তাহা জোর দিয়া বলা যায়। ইহাও বলা যায় যে, আন্দোলনের তীব্রতা সিপিএম কতখানি দেখাইতে পারিবে তাহার উপর ভবিষ্যত নির্ভর করিবে। সাতই জুলাই একদিনের দাবী দিবসে জনমনে দাগ কাটিবার রসদ তো আছেই। কিন্তু, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রাজ্যের মানুষ দুঃখে ঘৃণায় যে দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছে সেই দলের প্রতি এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস কতখানি জাগিয়া উঠিবে সেই প্রশ্ন আছে। দাবী দিবসের ৬ দফা দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা প্রথম দাবী ক্রমাগত বাড়ানো কেন্দ্রীয় শুল্ক ও সেস প্রত্যাহার করিয়া পেট্রোপণ্যের দাম কমানো। ৬ জুন লিটার প্রতি পেট্রোল ৭১ টাকা ৪০ পয়সা। আজকের দিনে ৮০ টাকা ৪৬ পয়সা। বাড়িয়াছে ৯ টাকা ৬ পয়সা। একইভাবে ৬ জুন ডিজেল ছিল ৬৪ টাকা ৯৩ পয়সা। এখন ৭৫ টাকা ২০ পয়সা। বাড়িয়াছে ১০ টাকা ২০ পয়সা। সিপিএম অভিযোগ করিয়াছে স্বাধীন ভারতে এর আগে পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি এমন ভাবে দেখা যায় নাই। পেট্রোপণ্যের দাম এপ্রিল মাসে ৬০ শতাংশ এবং মে মাসে ৩৭ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাজারে কমিয়াছে। আমাদের এখানে কয়েকগুণ বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৩২ টাকা ৪৮ পয়সা পেট্রোলে এবং ডিজেলে ৩১ টাকা ৮৩ পয়সা সেস নিতেছে। যে টাকা থাকে কেন্দ্রের কাছেই। সারা দেশে পাঁচ কোটি মানুষ পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ইহাতে সরাসরি এই পরিবারগুলির উপর প্রভাব পড়িতেছে। রান্নার গ্যাস, সিএনজি, কেরোসিনের দামও বাড়িয়াছে। এইসব মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের দাবীতে আন্দোলনে জনগণকে কতখানি যুক্ত করা যাইবে তাহা বলা মুশকিল।

করোনা বিদ্ধতার কারণে দেশব্যাপী চলিতেছে চরম অচলাবস্থা। কিন্তু, এই অবস্থায় কেন্দ্র বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়া চলিয়াছে। রেল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশ জুড়িয়া প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। করোনা জটিলতার মাঝেই পেট্রোপণ্যের দাম নজীর বিহীন ভাবে বৃদ্ধি করার ঘটনায় সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন হইয়াছেন। কিংবা বলা যায় মরার উপর খাড়ার ঘা পড়িতেছে। বামপন্থীরা আন্দোলনমুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেস তো বিবৃতি সর্বস্ব। দেশের অন্য দলগুলিতো মুখে কুলুপ আঁটিয়াছে। এই অবস্থায় সিপিএমের আন্দোলনতো নাই মামার চাইতে কানা মামার মতোই।

২৪ ঘন্টায় একলাফে ৮৯৫ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২২,১২৬জন

কলকাতা, ৫জুলাই (হি. স): পশ্চিমবঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার পর্যন্ত একদিনে সংক্রমনের সংখ্যা ছিল ৭৪৩। কিন্তু পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় সেই সংখ্যাকে পেছনে ফেলে একলাফে ৮৯৫ বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এদিকে মৃত্যুর নিরিখেও গত ২৪ ঘন্টায় রবিবার সর্বোচ্চ হল রাজ্যের সংখ্যা।।গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ২১জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৪৫ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬৫৮। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২, ১২৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৪,৭১১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৫৭জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৬.৪৮শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ২৪৪টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০১৮। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৫জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৪০২জন। র্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২৮৮জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৮জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৪১৮জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন মালদা, একজন জলপাইগুড়ি, দুজন হাওড়া, আটকেজন উত্তর ২৪ পরগনা ও একজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১১হাজার ১৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫ লাখ ৪১হাজার ৮৮টি। এখন রাজ্যে ৫২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ৫হাজার ৬৯০জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৯৮হাজার ৫৬৩জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ৪১হাজার ৩৪৯জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ২লাখ ৮৭হাজার ২৩০জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ২হাজার ৮৪০টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ১৩হাজার ২৬৪জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৫৭হাজার ৫৬৪জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ৩১৭জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

দুর্বৃত্তরা কেন পুলিশকে টেক্কা দিচ্ছে

আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): উত্তর প্রদেশের প্রধান শিল্প শহর কানপুরের রাজ্য পুলিশের একজন ডিএসপিসহ আটজন পুলিশকর্মীর দুষ্কৃতি হানায় শহিদ হওয়া থেকে স্পষ্ট যে দেশজুড়ে খাকির ভয় শেষ হয়ে গিয়েছে। কানপুর কাশ্মীর বা নকশাল প্রভাবিত অঞ্চল নয়। তা সত্ত্বেও রাতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আটজন পুলিশকর্মী নিহত হওয়ার কারণে অনেক প্রশ্ন উঠছে।শহীদ হওয়া পুলিশকর্মীরা হিস্ট্রি শিটার বিকাশ দুবেকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। এরপরে কী ঘটেছিল তা সবাই জানে।বিকাশ দুবে এবং তার গাংরা রেহাই পাবে না।

তবে, বড় প্রশ্ন হ''ল হঠাৎ কেন পুলিশের উপর সহিংসতা বাড়ছে? বর্তমান করোনা কলে পুলিশের উপর হামলা হয়েছে। যদিও পুরো দেশে পুলিশের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবিক মুখ ফুটে উঠেছে।কিছুদিন আগে পঞ্জাবে একজন সাব ইন্সপেক্টরের হাত কেটে ফেলা হয়েছিল।তার অভিযোগ ছিল যে তিনি কিছু নিহঙ্গকে পাতিয়ালার নিকটবর্তী সবজির বাজারে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন। বাধা এই কারণেই দেওয়া হয়েছিল যে করোনার সংক্রমণ চক্র ভাঙ্গার জন্য কঠোর লকডাউন প্রক্রিয়া চলছিল।এ জাতীয় বিষয়ে নিহত ওই পুলিশ সদস্যের হাত কেটে তাকে আলাদা করে দেয়। আক্রমণকারী নিহতকে আক্রমণ করার পরে গুরুদ্বারে লুকিয়ে ছিল। অভিযুক্তরা গুরুদ্বার থেকে গুলি চালিয়ে পুলিশ সদস্যদের চলে যেতে বলছিলেন। ঠিক আছে নিহত আক্রমণকারীরা ধরা পড়েছিল। তবে আক্রমণকারীদের সাহসটা দেখুন।একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যখন পিতল শহর মুরাদাবাদে করোনার এক রোগীর চিকিতা করার জন্য ঘটনাস্থলে যখন একজন যান। তার উপর হামলা চালানো হয়। চিকিৎসকের রক্তে ভিজে যাওয়া মুখটি পুরো দেশ দেখেছিল। গোটা বিষয়টিকে নতুন করে ভাবতে হবে। পুলিশি কাজকর্মে কি দুর্বলতা এসেছে।যার জেরে জনমানসে পুলিশি আতঙ্ক শেষ হয়ে গিয়েছে? আমরা কি জঙ্গলের রাজের দিকে যাচ্ছি? একটি দেশ আইন ও সংবিধানের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। গুন্ডা ও দুষ্কৃতীদের হামলা থেকে এটা স্পষ্ট পুলিশকে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। এটা কি বিশ্বাস করা যায় যে পুলিশ বিভাগে একটি দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে সাধারণ নাগরিকদের মন থেকে পুলিশের ভয় কেটে যাচ্ছে?

কানপুর ঘটনার কয়েকদিন আগে হরিয়ানার সোনপত জেলায় টহলরত দুই পুলিশ সদস্যও মারা গিয়েছিলেন। উভয় পুলিশ কর্মীকেই শহীদ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এটাই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। উভয় পুলিশ কর্মীর ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পরে জানা গিয়েছিল যে ওই দুই, পুলিশকর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল।মনে রাখা দরকার যে দুর্বৃত্তরা পুলিশ চৌকি থেকে কিছুটা দূরে এই হামলা চালিয়ে ছিল। অর্থাৎ কোথাও পুলিশের কোনও ভয় নেই।

দুষ্কৃতীদের মনে পুলিশের ভয় পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমস্ত রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের শূন্য পদ পূরণ করা প্রয়োজন।পুলিশকর্মীদের ডিউটির নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করতে হবে।জনসংখ্যা এবং পুলিশ কর্মীদের অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। দুষ্ট অপরাধীরাও পুলিশকে ভয় পায় না।তারা নির্ভীক হয়ে গেছে।পুলিশ হত্যা থেকেও তারা বিরত থাকে না। এখন পুলিশকে আরও চটপট হতে হবে। আইন রক্ষাকারী পুলিশকর্মীরা যদি দুষ্কৃতীদের হাতে নিহিত হন তবে সাধারণ নাগরিক কোথায় যাবে? কানপুরের ভয়াবহ ঘটনার কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা বলতেই হবে যে যখন স্থানীয় পুলিশ পুরোপুরি সচেতন ছিল যে দুবের একটি ব্যক্তিগত ছোট সেনাও রয়েছে এবং তাদের কি কি অস্ত্র আছে তাহলে রাত দেড়টায় পুলিশ কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই গেল ? এটা একটা ভাল প্রশ্ন। এটা স্পষ্ট যে দুবের গ্যাং সচেতন ছিল যে তার উপর আক্রমণ করা যেতে পারে। যে কারণে তিনি আসার সাথে সাথে পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন। অর্থাত পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে কিছু লোক অবশ্যই দুবের জন্য তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করছিলেন। এখন খবর আসছে যে এই দুবেই থানার ভেতরে একজন প্রতিমন্ত্রীকে খুন করেছিল।তা সত্ত্বেও, প্রমাণের অভাবে সে রেহাই পেয়ে যায়। এটি কি সেই সময়ের পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা নয়? এই ব্যর্থতা এবং অপরাধীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাগ্যটি আজ কয়েকটি পরিবারকে পোহাতে হচ্ছে।

যদি আপনি পাতিয়ালা থেকে কানপুর, মুরাদাবাদ প্রভৃতি ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে পুলিশ যখনই আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রাণ হারিয়েছে, মানবাধিকার সংগঠন এবং বাম ধর্মনিরপেক্ষরা কখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। পঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদের সময় থেকেই দেশটি মানবাধিকার সংস্থাগুলির এই চরিত্রটি খুব কাছ থেকে দেখছি।যদি কোনও সন্ত্রাসী বা অপরাধী নিহত হয়, তারা ততণাত তাদের অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু পুলিশ সদস্য মারা গেলে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।তাদের বাবলিং চরিত্রটি এখন সবাই বুঝতে পারে। এটা কি পুলিশকর্মীদেরও অধিকার রয়েছে।সেও মানুষ। ঠিক আছে, দেশ তার চরিত্রটি বহুবার দেখেছিল।

আমার মনে আছে প্রায় কুড়ি বছর আগে দিল্লির রাফি মার্গের কনস্টিটিউশন ক্লাবে বামপন্থী মানবাধিকার লোকদের দ্বারা একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই দিনগুলিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরে সর্বাধিক সিনিয়র বিচারপতি প্যাসায়াত। তাকে সভাপতিত্ব করার জন্য ডাকা হয়েছিল। আমি বিচারপতি প্যাসায়াত কি বলে শুনতে চেয়েছিলাম। সুতরাং সেখানে পৌঁছোই। একের পর এক সমস্ত বক্তা সরকার ও পুলিশকে নিন্দা করে গালিগালাজ করছিলেন।বেশিরভাগ ঝোলাধারী বাম শাখার করতালি দিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি প্যাসায়াত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন যা আজকের প্রসঙ্গেও গাইড করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'মানবাধিকার একটি ভাল জিনিস। সমস্ত মানব এবং সমস্ত আইন মেনে চলা নাগরিকের মানবাধিকার থাকা উচিত।তবে অপরাধী, জঙ্গি, সন্ত্রসবাদীরা যারা মানুষের মত আচরণ করে না তাদের মানবাধিকার কি? কানপুর ঘটনার পর গোটা দেশে পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। দুর্নীতিবাজ, ফাঁকিবাজ পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা জরুরি।পুলিশকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।দেশে করোনা কালে পুলিশের প্রশংসনীয় ভূমিকা দেখেছে।পুলিশের সম্মান পুনরুদ্ধার করা জরুরি। না হলে দেশের আইনে বিশ্বাসী নাগরিকের পক্ষে দেশে বাস করা কঠিন হয়ে পড়বে। সরকারকে পুলিশি ব্যাবস্থা উন্নতি করতে হবে।পুলিশ সদস্যদের আরও বেশি অধিকার ও উন্নত অস্ত্র দিতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য গুলি করার অনুমতি দিতে হবে।

মানবাধিকারকে নতুন সংজ্ঞা দিতে হবে। তবেই পুলিশ বাহিনী স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। এমনকি এখন একজন সাধারণ পুলিশকে দিনে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সচেতন থাকতে হয়।কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি।এটি খুব স্পষ্ট যে কোনও ব্যক্তি প্রতিদিন ১২-১২ ঘন্টা কাজ করতে পারে না।তার কাছ থেকে এত বেশি কাজ নিলে সে ভেঙে যাবে। দেশে পুলিশকে শক্তিশালী এবং কার্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা নেপথ্য কিছু কথা

পবিত্র রায়

বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা বিতর্কসভার আয়োজন করে। নানাজন নানাভাবে সমালোচনা করে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। তবে ইদানিংকালে জাতীয়তাবাদকে এক শ্রেণির মানুষ অতি জাতীয়তাবোধ বলে কটাক্ষ করছেন। আর সাম্প্রদায়িকতাকে দাঁড় করাচ্ছেন একতরফাভাবে। সাম্প্রদায়িকতাকে ত্যাগ ও ঘৃণা করার জন্য আরেকটি সম্প্রদায় তৈরি হয়ে নতুন সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়ে ফেলছেন বোধকরি। আচ্ছা, আমাদের দেশে আধুনিককালে প্রথম জাতীয়তাবাদ কথাটা কে উচ্চারণ করেছিলেন বা এই শব্দটির আমাদের দেশে কীভাবে আগমন ঘটল? এ বিষয়ে তত্ত্ব তালাশ করলে দেখা যায়, এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন জওহলাল নেহরু। এ বিষয়ে একটু ইতিহাসের দিকে চোখ বোলানো দরকার।

ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জাতীয়তাবাদের প্রাসার ঘটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ নিয়ে চলতে একে তাত্ত্বিক আলোচনাও। অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এইমত এক সময়ে জওহরলালের কৈশোর চলছিল। জওহরলালের পিতা মতিলাল ছাত্রজীবন থেকেই মানসিকতায় ছিলেন বিলাতি। তিনি কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই আইন ব্যবসায় আগমন করে প্রভুত অর্থ রোজগার করেন। একমাত্র পুত্র জওহরালাকে বিলিতি ভাবধারাতে মানুষ করার জন্য শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, 'ব্রক' নামক একজন ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৯০৫ সালের ব্রুকের শিক্ষাপদ্ধতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মতিলাল সপরিবারে ইংল্যান্ড চলে যান। তখন জওহরলালের বয়স পনের বছর। এই সময় তাঁকে ভর্তি করা হয় লন্ডনের বিখ্যাত 'হ্যারো' বিদ্যালয়ে। প্রবেশিকায় পাশ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। এরপর বিলেতপ্রীতি ও মূলাবোধসহ ইনার টেম্পলের ব্যারিস্টার ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপোস হয়ে ১৯১২ সালের দেশে ফিরলেন। বিলিতি মূল্যাবোধ বলতে তখন বোঝাতে পশ্চিমি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস।

জওহলাল যখন দেশে ফিরলেন তখন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। জওহরলাল তখন এই আন্দোলনকে প্রথম বললেন। 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলন'। নেহরুর চিন্তাভাবনায় পশ্চিম ছাপ থাকলেও ভারত নামক দেশটা তো আর পশ্চিমি দেশ নয়। ভারতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স পারস্য, বা তুরস্কের মতো একজাতীয় সমাজ কখনই ছিল না। সমকালীন ভারতীয় জনগণের এক চতুর্থাশ ছিল মুসলিম। জওহরলালের জাতীয়তাবাদ এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে যাই হোক, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ শব্দটির প্রথম আগমন ঘটে জওরহলাল নেহরুর মুখনিঃসৃত হয়ে, একথা না মানার কোনও কারণ নেই।

এবার দেখা যাক জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা কী? পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিজের মতো করে। আমার মতে, তার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর এবং অল্প কথায় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ম্যাৎসিনী। ইতালির এই বরেণ্য নেতা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় বলেছেন, একটি জাতি হল জৈবিক সমগ্রতায় আবদ্ধ এক জনগোষ্ঠী, যারা কতগুলি উপাদানের ব্যাপারে সহমত। এই উপাদনগুলি মধ্যে আছে জাতিগোষ্ঠী দেশের ভৌগলিকতা, ঐতিহাসিক পরস্পরা, বৌদ্ধিক বিশেষত্ব ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ ম্যাৎসিনীর মতবাদ হিসেবে উপরোক্ত বিষয় তথা একত্রীভূত হতে আরও অন্য কিছু বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার নামই হল জাতীয়তাবাদ। আর যাঁরা এইমত মতবাদের পক্ষপাতী তাঁরাই জাতীয়তাবাদী, একথা মানতেই হয়।

এবার বলতে হয়, যাঁরা আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদকে আরও এক কাঠি বাড়িয়ে অতি জাতীয়তাবাদ বলে চলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে জাতীয়তাবাদ হল সম্পূর্ণ এক বি,য় মাত্র। জাতীয়তাবাদের অর্থই হল জাতীয়তাবাদের কোনও বিকল্প হয় না, কম বা বেশিও হতে পারে না। একটা ভরা কলসিকে কী আর ভর্তি করা যায়? যায় না। আবার একটা কলসি আংশিক ভরা থাকলে কি তাকে ভরা কলসি বলা সম্ভব? ব্যাকরণগতভাবেই সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদ এমনই একটি বিষয় যেটা অতি হতেও পারে না, আবারকম হতেও পারে না। ঠক ভরা কলসির মতো। সুতরাং যাঁরা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 'অতি' জুড়ে অতি জাতীয়তাবাদ বলে চালাতে চাইছেন তাঁরা প্রথমেই ব্যাকরণগত ভুল করে ফেলেছেন। অনেকে হিটলার, মুসোলিনি, তোজোকে অতি জাতীয়তাবাদী সাজিয়ে জাতীয়তাবাদ কথাটাকে অপমান করতে চান। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জাতীয়তাবাদ শুধু নিজেরজাতির কল্যাণার্থে, অপর জাতরি ধ্বংসের জন্য নয়। এই তিনজন অন্য জাতিকে ধ্বংসকামী হওয়ায় জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক সজ্ঞাটাই লঙঘন করায় নিজের জাতি ধ্বংসমুখী হয়ে পড়ে। নিজের জাতির ধ্বংসের কারণ হওয়ার জন্য এঁরা কখনো জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না। সুতরাং দেশপ্রেমিক কোনও ব্যক্তি দলবা শ্রেণিকে অতি জাতীয়তাবাদী বলার আগে বিরুদ্ধগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রথমে জেনে নেবেন আশা করি। এবার সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ। সাম্প্রাদায়িকতা বলতে কী বোঝায় বা সাম্প্রদায়িকতা সংজ্ঞা কী ? এ সম্পর্কে বলতে হলে বলতে হয়, সাম্প্রদায়িকতা মানুষের রক্তগত চেতনা। মানুষ যে মানসিকতা নিয়ে আপন পুত্র কন্যার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে, সেই মানসিকতাই বিস্তারিত রূপে আপন সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে, তা সে সম্প্রদায় ভাষাভিত্তিক হোক, ধর্মভিত্তিক হোক, বা অন্য কোনও সমচেতনাভিত্তিক হোক। নিজের সম্প্রদায়ের এই শ্রীবৃদ্ধি কামনার নামই সাম্প্রদায়িকতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা খারাপ কিছু নয়। আপন সম্প্রদায়ের উন্নতি তথা শ্রীবৃদ্ধি কামনা বা সেই বিষয়ে প্রচেষ্টা করা কখনও খারাপ হতে পারে না। শুধু নয়, বরং অবশ্য কর্তব্য আর সেটাও যদি বলা হয় অন্যায় তাহলে রামমোহন, বিদ্যাসাগরদের কার্যক্রমকেও খারাপ বলতে হয়। কারণ এঁরাওনিজের সমাজের উন্নতিকল্পে অনেক অনাচার দূর করেছিলেন আপন সমাজ থেকে। সুতরাং আপন সমাজের উন্নতির জন্য যেকোনো কাজ কখনোই খারাপ হতে পারে না, তা সে যতই সাম্প্রদায়িক বলে উপবাস বা গালি দেওয়া হোক না কেন? এবার প্রশ্ন হয়, তাহলে কেন সাম্প্রদায়িকতাকে গালিপাড়া হবে?

এখানেই মূর্ত হয়ে ওঠে বিবেকানন্দর সেই অমোঘ বক্তব্যটি। তিনি বলেছেন, 'ভুমধ্যসাগর থেতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য দায়ী ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একটি ধর্মমত শুধু নিজে ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মমত সংহার করতে উদ্যত। মধ্যযুগে ইউরোপ থেকে মূর্তি পূজকদের উচ্ছেদ করতে খ্রিস্টানরা যত হত্যা করেছিল, ততটা হত্যা অন্য কোনও সম্প্রদায় এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কাজ করাকে যদি সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়, তাহলে ধর্মের অছিলায় অন্য সব ধর্মকে উচ্চেদের জন্য কাজ করাটাকে বা হত্যাকাণ্ড ঘটানোকে কী বলা হবে? খুব ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এই খুনি দলকে সাম্প্রদায়িক না বলে বলা উচিত সাম্প্রদায়িক খুনি। সুখের বিষয় ভারতের সংখ্যাগুরু জনগণ নিজের ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে কখনও পরধর্মতকে উচ্ছেদকরণে হত্যালীলা সংগঠিত করেনি। তাই এই শ্রেণিটাকে শুধুই সাম্প্রদায়িক বলাটা অন্যায় নয়। কারণ এরা হল নিজেদের জন্য যা কিছু করেছে সেটা কখনই পরধর্মমত বিনষ্ট করার জন্য নয়।

এবার কিছু কথা বলতে হয় সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে। যদি শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এই রাজনৈতিক দল বা তাদের সদস্যগণও কি তাদের দল বা মতাদর্শের উন্নতি চায় না? অবশ্যই চায়। হিসেব মতো এইসব দলগুলোও এক একটা সম্প্রদায়িকতা বহনকারী সংস্থা। খনই এরাও সাম্প্রদায়িক খুনি হয়ে উঠে যখন দেখা যায় এদের চেলারা বিরোধী দলকে দাবিয়ে রাখার জন্য মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামাও খুনখারাপিতে জড়িয়ে পড়ে। ছয়ের দশকে আমরা শ্রেণিশত্রু উৎখাতের নামে অবিরত হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করেছি। বাম আমলে দেখেছি ৫৬,০০০ মানুষের হত্যাকাণ্ড। আর এখন দেখছি ভোট হলেই মৃত্যুমিছিল। এইসব খুনি রাজনৈতিক দলকে সাম্প্রদায়িক খুনি বলা হবে না কেন? শেষ পর্বে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা হল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বা দলকে এইসব সাম্প্রদায়িক খুনি দলের নেতানেত্রীরা সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেয়, তখন আমাদের মতো সাধারণ জনগণের তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে হওয়ার কারণ থাকে না। এইসব বহুরূপী দলগুলোর বিরুদ্ধে এখনই জনগণের উচিত এদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> যদি শ্রেণির উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে হয়, তাহলে রাজনৈতেক মতাদর্শগতভাবে রাজনীতিবিদগণ ও এক একটা শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এই রাজনৈতিক দল বা তাদের সদস্যগণও কি তাদের দল বা মতাদর্শের উন্নতি চায় না? অবশ্যই চায়। হিসেব মতো এইসব দলগুলোও একটা সাম্প্রদায়িকতা বহনকারী সংস্থা। তখনই এরাও সাম্প্রদায়িক খুনি হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় এদের চেলারা বিরোধী দলকে দাবিয়ে রাখার জন্য মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনখারাপিতে জড়িয়ে পড়ে। ছয়ের দশকে আমরা শ্রেণিশত্রু উৎখাতের নামে অবিরত হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করেছি। বাম আমলে দেখেছি ৫৬,০০০ মানুষের হত্যাকাণ্ড। আর এখন দেখছি ভোট হলেই মৃত্যুমিছিল।

বিদেশি সামাজিক মাধ্যম ও ওটিটি প্লাটফর্মকে নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনা হবে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিদেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি প্লাটফর্মে কন্টেন্ট ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ সামগ্রিক বিষয়টিকে যুগোপযোগী নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনা হবে।

তিনি রবিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এ বিষয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার শুরুতে সাংবাদিকদের একথা জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. নূর-উর-রহমান, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানীর চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মো. জহুরুল হক প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওভার দ্য টপ (ওটিটি) প্লাটফর্ম বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও-ভিডিওসহ নানা কন্টেন্ট প্রচার বর্তমান যুগের একটি ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'সমগ্র পৃথিবীতে এ ধরণের প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিনোদন থেকে শুরু করে নানা কন্টেন্ট সেখানে স্ট্রিমিং করা হচ্ছে, আমাদের দেশেও হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি, এ নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে, সেন্সরবিহীন কন্টেন্ট প্রদর্শিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকার ঠিকভাবে ট্যাক্স পাচ্ছে না।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওটিটি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে। ফলে, এসব মাধ্যম ব্যবহার করে সমাজ বিনির্মাণের যেমন সুযোগ আছে, সমাজকে অস্থিতিশীল করারও সুযোগ থাকে। আমরা সময়ে সময়ে দেখতে পাচ্ছি এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব রটানো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। একইসাথে যুবা ও কিশোরদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয়েছে। এটি একটি বাস্তবতা। এই মাধ্যমগুলো আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ঠিকভাবে।'

যারা সরকারের অনুমতি না নিয়ে এ ধরণের ব্যবসা করছে, তাদের বিষয়ে কী ব্যবস্থা, আর কেউ যদি অনুমতি নিয়ে ব্যবসারত কিন্তু অননুমোদিত কন্টেন্ট প্রচার করে, তাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে গ্রামীণফোন এবং রবি'র কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল জানিয়ে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'গ্রামীণফোন যে উত্তর দিয়েছে সেখানে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা নেই, আর 'রবি' উত্তর প্রস্তুত করছে বলে জানিয়েছে। এগুলোকে একটি সমন্বিত নিয়ম-নীতির মধ্যে আনার লক্ষ্যেই আজকের সভা।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান বলেন, '২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। পাশাপাশি, আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীতেই এ নতুন বাস্তবতা মূল্যবোধ ও আইনগত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ফলে, যে বিষয়গুলোর সাথে আমরা আগে সংযুক্ত ছিলাম না, সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওটিটি প্লাটফর্ম একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র এবং এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ রয়েছে, যা অবশ্যই করযোগ্য। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য প্লাটফর্ম যেমন নেটফ্লিক্স, ইউটিউব প্রভৃতির কাছে দেশের অনেক অর্থ চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে সরকার যেভাবে ট্যাক্স পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে না।'

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শুরুতে এরকমই অবস্থা ছিল, কিন্তু অনেক দেশে নিয়মনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে উল্লেখ করে ড় হাছান উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'যেমন ভারতে ওটিটি প্লাটফর্মে অন্য দেশের কন্টেন্ট দেখানোর ক্ষেত্রে নানা আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি প্রবর্তন হয়েছে। ভারতে চালু থাকার জন্য ফেইসবুক ভারতীয় কোম্পানী হিসেবে রেজিস্ট্রার্ড হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও রেজিস্ট্রার্ড হয়নি, তবে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় তারা একজন এজেন্ট নিয়োগ করেছে।'

ডাক ও টেলিযোগযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেন, 'আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল বিষয়ে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওটিটি প্লাটফর্ম পরিচালকদের দায়িত্ববোধ প্রত্যাশা করি। আমাদের দেশের আইন ও সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়েই তাদেরকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।'

সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি প্লাটফর্মে কন্টেন্ট ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ সামগ্রিক বিষয়টিকে যুগোপযোগী নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)-কে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। অপর চার সদস্য হিসেবে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন করে প্রতিনিধি ও একজন আইন বিশেষজ্ঞ।

অন্যান্যের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন এবং মো. মিজান-উল-আলম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মো. মাসুদ সাদিক, বিটিআরসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট মসিউজ্জামান খান সভায় অংশ নেন।

বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে সাড়ে ৩ মাস পর রপ্তানি বাণিজ্য সচল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।করোনার প্রভাবে দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস পর পুনরায় রপ্তানি বাণিজ্য সচল হয়েছে। তবে আমদানি বাণিজ্য সচল ছিল।

রোববার (৫ জুলাই) বিকেল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দু'দেশের মধ্যে এ বাণিজ্য শুরু করা হয়। এছাড়া প্রথম দিনে পাঁচটি আমদানির ও পাঁচটি রপ্তানির পণ্যবোঝাই ট্রাক দুই বন্দরে প্রবেশ করেছে। এর আগে করোনা সংক্রমণ রোধে গত ২২ মার্চ এ পথে বেনাপোল বন্দরের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। তবে গত ৭ মে আমদানি সচল হলেও রপ্তানি বন্ধ ছিল। রোববার থেকে রপ্তানি বাণিজ্যও সচল হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবীর তরফদার বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু করতে বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় চালকরা যাতে পোর্টের বাইরে যেতে না পারেন সে ব্যাপারে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এবং বাংলাদেশি ট্রাক চালকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই রপ্তানির পণ্য নিয়ে ভারতে পাঠানো হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, করোনার কারণে দীর্ঘদিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকায় তাদের অনেক লোকশান গুণতে হয়েছে। তবে বাণিজ্য চালু হওয়ায় কিছুটা হলেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন তারা।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ (কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে বন্দরটি দিয়ে রপ্তানি বন্ধ ছিল। করোনার ক্রান্তি সময়ে স্বাস্থ্যবিধিসহ অন্যান্য নির্দেশনা মেনে রোববার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি সচল হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

বেনাপোল কাস্টমস হাউজের রাজস্ব কর্মকর্তা নাঈম মীরন বলেন, করোনার সংক্রমণ নিয়ে আশঙ্কা থাকায় সীমান্ত অতিক্রমের আগেই দু'দেশের গাড়ি চালকদের শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া ট্রাকগুলো উভয় দেশে স্যানিটাইজ করা হবে। ফেরার সময়ও চালকদের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। সেই সঙ্গে দ্রুত পণ্য খালাস করে দিনে দিনে ট্রাকগুলো ফিরে যাবে। তিনি আরও বলেন, যে সমস্ত পণ্য ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তার কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করছেন। পরে শুল্ক পরিশোধ করে খালাস দেওয়া হবে।

বেনাপোল বন্দর থেকে ভারতের কলকাতা শহরের দূরত্ব ৮৩ কিলোমিটার। মাত্র তিন ঘণ্টায় একটি পণ্যবাহী ট্রাক আমদানি পণ্য নিয়ে পৌঁছাতে পারে কলকাতা শহরে। তেমনি একই সময় কলকাতা থেকে পণ্যবাহী ট্রাক পৌঁছায় বেনাপোল বন্দরে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়াতে এ পথে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। প্রতিবছর এ বন্দর দিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি হচ্ছে। যা থেকে সরকার প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে থাকে এবং আমদানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিন দিন বাড়ছে রপ্তানির পরিমাণ। এছাড়া বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। এবছর ১০ হাজার কোটি টাকার পণ্য ভারতে রপ্তানি হওয়ার কথা ছিল। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, কেমিক্যাল, বসুন্ধরা টিস্যু, চালের কুড়া, মেহগনি ফল, মাছ ও অক্সিজেনসহ প্রায় ৫০ ধরনের পণ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে, নতুন আক্রান্ত ২,৭৩৮ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১২০তম দিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ৫২ জন। গত ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ২৬ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ২৯ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ মৃত্যুর হার দশমিক ০১ শতাংশ বেশি।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজার ৯৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২ হাজার ৭৩৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৫৫০ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৪ হাজার ৭২৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ৩ হাজার ২৮৮ জন।

তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৪৬ হাজার ৬২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ২০ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ২ দশমিক ৭৬ শতাংশ কম।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯০৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৭৬৯ জন কম সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ২ হাজার ৬৭৩ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২ হাজার ৬২৫ জন।

তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৪২ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬৪ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৩ হাজার ৮৭১ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ৯৩টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৮টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৮ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ হাজার ৭২৭ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৭৩৯টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

তিনি জানান, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৬২৪ জন; যা শতকরা ৭৯ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং নারী ৪২৮ জন; যা শতকরা ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ। মৃত্যুবরণকারী ৫৫ জনের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ৬ জন, সিলেটে ২ জন, রংপুর বিভাগে ৮ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ১৪ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন; দশমিক ৬৩ শতাংশ, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৪ জন; ১ দশমিক ২০ শতাংশ, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন; ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫১ জন; ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩১১ জন; ১৫ দশমিক ১৬ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৯৩ জন; ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ষাটোর্ধ বয়সের ৮৯০ জন; ৪৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ হাজার ৭ জন; ৫১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৩৪ জন; ৩০ দশমিক ৯৩ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ১০২ জন; ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৮৮ জন; ৪ দশমিক ২৯ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ৭২ জন; ৩ দশমিক ৫ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ৮৬ জন; ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৬১ জন; ২ দশমিক ৯৭ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৯ জন; ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

তিনি জানান, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪০১টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২০৭টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ১১৩ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩৫৫ জন এবং ২৪ ঘন্টায় সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৭১৭ জন, ছাড় পেয়েছেন ৭৬৪ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৪৪৯ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭১৫ জন। ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৮৩ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৭ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ৩০ হাজার ৮৭২ জনকে।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৮৮৭ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩২ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৫৩৫ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৫৩০ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৪ হাজার ৫০২ জন।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪১৪ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৮২৪ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৪২ হাজার ৩২৯ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ডিমা হাসাও জেলায় জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ, অভিযোগ দেবোলালের

হাফলং (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হওয়ার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা। কংগ্রেস দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ৯০-এর দশকে এই পাহাড়ি জেলায় ডিএনএসএফ নামে জঙ্গি সংগঠনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেন পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল।

রবিবার দেবোলাল গারলোসা তাঁর সরকারি বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক অভিযোগ এনে বলেন, কংগ্রেস নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এক সময় ডিমা হাসাও জেলায় ডিএনএসএফ নামে জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার পর ডিএনএসএফ জঙ্গি সংগঠনের কিছু সদস্য আত্মসমর্পণ করার পর এ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু সদস্য ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে। ২০০৩ সালের পর ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠন থেকে তৈরি হয় ডিএইচডি (জে)। তা হলে দেশদ্রোহী কে? আমি, না-কংগ্রেস? প্রশ্ন তুলে বলেন, এখন এই কংগ্রেস দলই আমাকে দেশদ্রোহীর তকমা দিয়ে সিইএম পদ থেকে পদত্যাগ করার দাবি নিয়ে সরব হয়েছে। তবে কংগ্রেসের এমন দাবির কোনও ভিত্তি নেই বলে সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, কংগ্রেস আমাকে সিইএম পদে বসায়নি। জেলার জনগণ আমাকে জয়ী করে সিইএম পদে বসিয়েছেন।দেবোলাল বলেন, বিজেপি-র আমলেই উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও ইএম নিন্দু লাংথাসার খুনের প্রসিকিউশন স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। তাই বিজেপি দলকে ধন্যবাদ জানানো উচিত কংগ্রেস দলের। এই মন্তব্য করে বলেন, এই খুনের মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। কিন্তু এখনও কাউকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেনি। তবে আদালতের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমার বিশ্বাস রয়েছে। তাই আদালত বিচার করে যে রায় দেবে তা আমি মাথা পেতে নেব বলে দাবি করে সিইএম বলেন, আমি এই করোনা অতিমারির সময় কোনও রাজনৈতিক তরজায় যেতে চাই না। কারণ আমরা এখন করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি এবং এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে সবাই লড়াই করছি। তাই করোনা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরই আমি এ নিয়ে রাজনৈতিক যুদ্ধে নামব, জানান সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

সোমবার থেকে কাছাড়ে যানবাহনের জোড়-বেজোড় নীতি প্রত্যাহার

গোলাঘাট (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ এড়িয়ে চলতে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কাছাড় জেলা প্রশাসন। যার মধ্যে জোড়-বেজোড় নীতি প্রণয়ন অন্যতম। গত ৬ মে এক আদেশবলে জেলায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে জোড়-বেজোড় নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে জেলা প্রশাসন।

শনি ও রবিবার লকডাউন থাকায় আগামীকাল সোমবার থেকে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কাছাড় জেলায় জোড়-বেজোড়ের ওপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করেছে প্রসাসন। শুক্রবার জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির সভায় এই নিয়ম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আনলক পর্যায়েও জোর-বেজোড় নীতি রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল অটো মালিক সংস্থা এবং অন্যান্য সংগঠন।

কাছাড় অটো ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি বিকাশ ভট্টাচার্য এবং অটো মালিক সংস্থার রণজিত সাহা দিন-তিনেক আগে পরিবহণ নিগমের কার্যালয়ের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধরনায় বসার হুমকি দিয়েছিলেন।

তাছাড়া ই-রিকশা অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাদের দাবি ছিল, সপ্তাহে এমনিতেই শনি ও রবিবার লকডাউন চলছে। অপরদিকে জোড়-বেজোড় নীতি প্রণয়নের ফলে চালকরা কেবল সপ্তাহে দুদিনই গাড়ি চালাতে পারতেন।

সপ্তাহে দুদিনের রোজগারে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে তাঁদের। এছাড়া ব্যাংক ঋণের তাড়ায় তাঁদের নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে। এবার জোড়-বেজোড় নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে অনেকটা স্বস্তিতে দেখা গেছে ছোট গাড়ি চালকদের।

ফের ভারত বিরোধী মন্তব্য করে বিতর্কে শাহিদ আফ্রিদি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): ফের ভারত বিরোধী মন্তব্য করে বিতর্কে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর দাবি, 'আমরা ওদের এতবার হারিয়েছি, ওরা খেলা শেষ হওয়ার পর কাকুতি-মিনতি করত।' এভাবেই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কটাক্ষ করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন এই অলরাউন্ডার।

তাঁর দাবি, 'ভারতের বিরুদ্ধে খেলা আমি সবসময় উপভোগ করেছি। আমরা ওদের বারবার খুব ভালভাবে হারিয়েছি। আমরা ওদের এতবার হারিয়েছি, ওরা খেলা শেষ হওয়ার পর কাকুতি-মিনতি করত।'

প্রতিকূলতার মাঝেও অগ্রাধিকার ভিত্তিক মেগা প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে : সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।।বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে দেশে উন্নয়ন কাজে কিছুটা বাধা এলেও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন চলমান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি ফিরেছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'শত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার প্রকল্প পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল রুট-৬, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে।'

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী রোববার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি তুলে ধরেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নমুখী সরকার। জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তায় চলমান উন্নয়ন প্রবাহ ধরে রেখেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সচেষ্ট। উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক এবং চলমান প্রক্রিয়া। গত দুই-তিন মাসে কিছু প্রকল্পের সীমিত আকারে কাজ হয়েছে। এখন সব কাজ চলছে পুরোদমে।'

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শত প্রতিকূলতার মাঝেও থেমে থাকেনি। ইতোমধ্যে ৩১টি স্প্যান স্থাপন করা হয়েছে, দৃশ্যমান হয়েছে চার হাজার ৬৫০ মিটার। ৩০ জুন পর্যন্ত মূল সেতুর শতকরা ৮৯ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। নদীশাসন কাজ শেষ হয়েছে শতকরা ৭৩ ভাগ। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ।

জাইকার অর্থায়নে নতুন প্রজন্মের স্বপ্নের প্রকল্প মেট্রোরেল রুট-৬-এর কাজ প্রায় ৪০ ভাগ শেষ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'প্রকল্পে কর্মরত জনবলের মধ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ শেষে কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে। চিকিৎসা নিশ্চিত করতে নির্মাণ কাজ হচ্ছে আবাসিক স্থাপনা। ইতোমধ্যে দুটি ফিল্ড হসপিটাল নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে বারো কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে রেললাইন। একসেট ট্রেন নির্মাণকাজ জাপানের কারখানায় সম্পন্ন হয়েছে। আরও চার সেট নির্মাণ করা হচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে জাপান থেকে জলপথে ট্রেনগুলো নিয়ে আসা হবে জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। করোনার শুরুর দিকে কিছুটা থমকে গেলেও এখন পুরোদমে চলছে মেট্রোরেলের কাজ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করেই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তল দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনাকালে থেমে থাকেনি নদীর খনন কাজ ইতোমধ্যে দুই দশমিক ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি টিউবের দুই দশমিক ৩ কিলোমিটার খনন শেষ হয়েছে। সম্প্রতি টানেলের অন্যান্য কাজেও পূর্ণ গতি ফিরে এসেছে। এ প্রকল্পের এ পর্যন্ত অগ্রগতি শতকরা ৫৬ ভাগ।

তিনি বলেন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা টু চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ গতি ফিরে পেয়েছে। করোনার আঘাতে প্রথমদিকে কাজ সীমিত পর্যায়ে চললেও এখন কোন গতি পেয়েছে। ইতোমধ্যেই এ প্রকল্পের ফান সংকট দূর হয়েছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের কাজ থেমে নেই। সীমিত পরিসরে চলছে। চীনা ঠিকাদারের কিছুটা সমস্যা দেখা দেওয়ায় ইতোমধ্যে আমরা চীনা দূতাবাসের সহযোগিতা চেয়েছি। তবে এ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর-ঢাকা করিডোরের দ্রুত মেরামত কাজ শেষ হয়েছে।

ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের চারলেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প বাধা পেরিয়ে আশার মুখ দেখেছে জানিয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি এডিবি এ প্রকল্প অর্থায়নে চূড়ান্ত সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এডিবির নিজস্ব বাজেটে অর্থায়ন অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে নকশা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। শীঘ্রই প্রকল্পটি একনেকে উপস্থাপন করা হবে।

পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, গত দুই-তিন মাসে সেতুর নদীর মধ্যবর্তী অংশের কাজ চলেছে সীমিত পর্যায়ে। ইতোমধ্যে ২০০ শ্রমিকের জন্য প্রকল্প এলাকায় বাসস্থান নির্মাণের ফলে নির্মাণকাজ গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এ প্রকল্পে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মূলসেতুর ৬৫ এবং পুরো প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় ৫৯ শতাংশ।

তিনি বলেন, ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় আশুগঞ্জ নদীবন্দর হতে আখাউড়া স্থল বন্দর পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। তিনটি প্যাকেজে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে দুটি প্যাকেজের কাজ চলছে। অপর প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।ওবায়দুল কাদের বলেন, কক্সবাজারের মাতারবাড়ি সংযোগ সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ কিছুদিন বন্ধ ছিল। বিদেশি জনবল কর্মরত থাকায় সাময়িক বন্ধ শেষে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৪ শতাংশ।

এডিবির অর্থায়নে প্রায় ছয় হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যায়ে গাজীপুর এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে মহাসড়কের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। প্রকল্পটির প্রায় ৮২ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, এলেঙ্গা থেকে রংপুর পর্যন্ত প্রায় ১৯০ কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ সম্প্রতি অগ্রগতি পেয়েছে। অতিসম্প্রতি উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বন্যা দেখা দেয় কিছু স্থানে কাজে সমস্যা হলেও অন্য প্যাকেজগুলো কাজ চলছে। এগারটি প্যাকেজের মধ্যে এরই মাঝে সাতটি প্যাকেজের কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ কাজে গতি সঞ্চার হয়েছে। গত দুই-তিন মাসের সীমিত পর্যায়ে কাজ চললেও বর্তমানে কাজ চলছে পুরোদমে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৬৫ ভাগ ভৌত কাজ শেষ হয়েছে।

এছাড়া সড়ক ও সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাজ স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব প্রতিপালন করে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন। করোনার আকস্মিক স্থবিরতা কাটিয়ে এরই মাঝে উন্নয়নকাজের কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে বলেও জানান মন্ত্রী।

সাপ্তাহিক লকডাউনের দ্বিতীয় দিনেও স্তব্ধ পাথারকান্দি বাজার

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : রাজ্য সরকারের নির্দেশে গতকাল শনিবারের মতো আজ দ্বিতীয় দিনের সাপ্তাহিক সম্পূর্ণ লকডাউনের ফলে পাথারকান্দি বাজার পুরোপুরি স্তব্ধ ছিল। মহামারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আজকের লকডাউনে পাথারকান্দির সর্বত্র ছিল ফাঁকা।

রবিবার ছুটির দিন, তাছাড়া লকডাউন বলে কথা। তাই ব্যস্ততম বাজার এলাকায় জনসমাগম ছিল প্রায় শূন্য। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ রেলওয়ে গেট অবধি ব্যস্ততম বাজার এলাকায় একমাত্র ওষুধের দোকান ছাড়া অন্য কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। বেসরকারি সব ধরনের কার্যালয়ও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল আজ। ব্যস্ততম বাজারের তেমাথায় পাথারকান্দির থানার একজন এএসআই-এর নেতৃত্বে হাতেগোনা দু-একজন বিএসএফ কর্মী দিনভর কঠোর প্রহরায় ছিলেন। ফলে প্রশাসনের কড় পদক্ষেপ উপেক্ষা করে রাস্তায় কোনও যানবাহনও চলাচল করার সাহস দেখায়নি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর ভালো মন্দ যাচাই

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

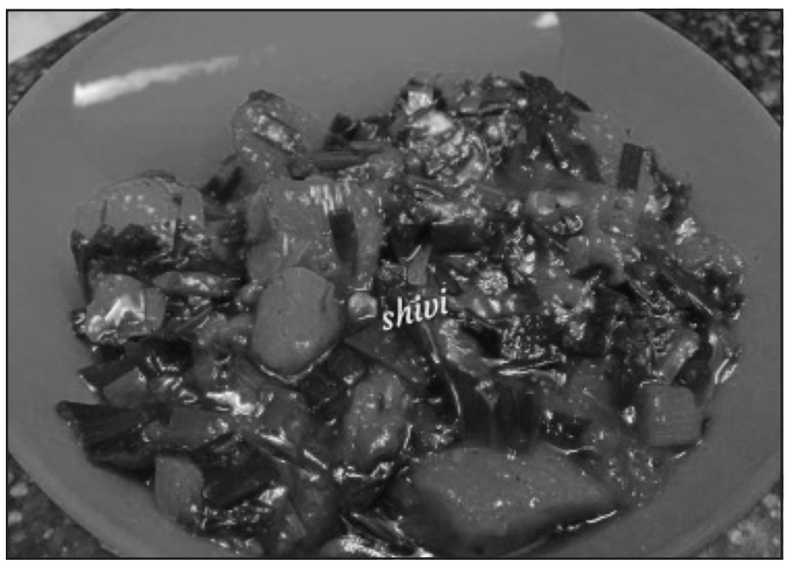

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপায়

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশচারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে পারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব ক রে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না।

সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

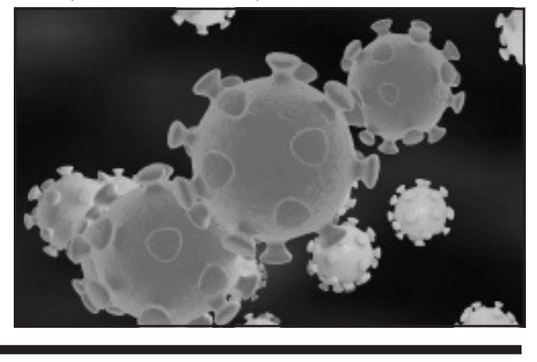

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন।

গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়।

এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ

যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়।

এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে।

কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়।

বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন।

"যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস

পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে।

গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি," বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের।

তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে।

"আর এক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

কালাইনে রাস্তা আগলে অটোযাত্রীর ওপর দলবদ্ধ হামলা, জখম ২, লুটপাট, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

কালাইন (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : রাস্তা আগলে অটো চালক ও যাত্রীর ওপর সংঘবদ্ধভাবে হামলার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে কাছাড় জেলার কালাইনে। অটো রিকশার জনৈক যাত্রী ও চালককে বেধড়ক মারপিট করে তাঁদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ছিনিয়ে নিয় হামলাকারী দুষ্কৃতীর দল। হামলার শিকার হয়ে গুরুতর জখম সালমান হুসেন খান বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম হয়েছেন এএস ২৪ সি ৭১৯৮ নম্বরের অটোচালক গণি খানও।

ঘটনাটি রবিবার সকাল নয়টা নাগাদ কালাইনের পার্শবর্তী আজোমারা কান্দিগ্রামে সংগঠিত হওয়ার পর আজ থানা ঘেরাও করেন উত্তেজিত ক্ষুব্ধ এলাকার জনতা। জনগণের নিরাপত্তার দাবি এবং এলাকায় সংগঠিত লাগাতার অপরাধজনিত ঘটনার প্রতিবাদে আজ প্রায় দেড় ঘণ্টা কালাইন থানা ঘেরাও করেন শতাধিক ক্ষুব্ধ নাগরিক। কিছুদিন থেকে কালাইন এলাকায় চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, গোষ্ঠীসংঘর্ষ সহ বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনা বেড়ে চলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে সাধারণ জনজীবন।

রবিবারের ঘটনার বিবরণ দিয়ে আটজনের বিরুদ্ধে কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্ট এজাহার দাখিল করেছেন জখম যুবকের বাবা কামাল উদ্দিন খান। ভৈরবপুর দ্বিতীয় খণ্ডের কামাল উদ্দিন খান এজাহারে উল্লেখ করেছেন, তার ছেলে সালমান হুসেন খান জরুরি কাজে অটো রিকশায় চেপে বাড়ি থেকে কালাইন বাজার অভিমুখে যাওয়ার পথে আজোমারা কান্দিগ্রামে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের দোকানের সামনে আচমকা একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক রাস্তা আগলে ধরে। অটো থেকে সালমানকে টেনে-হ্যাঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে বেধড়ক মারপিট করে দুষ্কৃতকারী যুবকদল। তার সঙ্গে মজুত নগদ ১২,৩০০ টাকা এবং ১৬ হাজার টাকার মোবাইল হ্যান্ডসেটও হাতিয়ে নিয়েছে হামলাকারীরা। সালমানকে প্রাণে বাঁচাতে এগিয়ে এলে অটো চালাক গণি খানকেও মারপিট করা হয়েছে। গণি খানের দামি মোবাইল হ্যান্ডসেটও ছিনিয়ে নিয়েছে তারা।

শুধু তা-ই নয়, সালমনকে তেড়ে মারধর করার সময় কতিপয় ভিডিও রেকর্ডিং করে ভাইরাল করে দিলে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জখম সালমান খানকে কোনওমতে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এজাহারে ভৈরবপুর পঞ্চম খণ্ডের নিয়াজ উদ্দিন (৩২), ইলাস উদ্দিন (২৮), সামস উদ্দিন (২৫), রোজাম উদ্দিন (২৩), ইকবাল হুসেন (২৬), রুবেল আহমদ (২৮), সইদুল আলম (২২), সইফ উদ্দিন (২৫) সহ আরও কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এদিকে এমন আচমকা মারপিটের ঘটনার পেছনে আসল রহস্য কী তা এখনও জানা যায়নি। অনেকে ধারণা করছেন, ঘটনার পেছনে পূর্ব আক্রোশ কাজ করেছে। হঠাৎ করে দিবালোক দলবদ্ধভাবে এবং পরিকল্পিত বেপরোয়া আক্রমণের এমন তাণ্ডবলীলা দেখে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গত ইদানীংকালে কালাইন এলাকার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটছে। ঘনঘন চুরি, ডাকাতি, গোষ্ঠীসংঘর্ষ, ছিনতাই, ড্রাগস পাচারের তৎপরতা সহ বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনার মাত্রা বেড়েই চলেছে। গত শুক্রবার ৩ জুলাই রাত কালাইন বাজারে পর পর চারটি দোকানে চুরি হয়। ভুবন ফার্মাসি, রেডিও অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান, ভুবন স্টোর্স, রামকৃষ্ণ প্রেসে চোরের দল হানা দিয়েছে। মাসখানেক আগে বাজারের দুটি স্টেশনারি দোকানে চুরি হয়। গত ২৯ এপ্রিল ভৈরবপুর ও সালিমাবাদ গ্রামের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তার কিছুদিন আগে কালাইনের কুরকুরি ও হিলাড়ায় একইভাবে টিকটক ভিডিও তৈরি নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল।

এ ধরনের একাধিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার ক্ষুব্ধ জনতা রবিবার বেলা তিনটে নাগাদ কালাইন পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করেন। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা শিঁকেয় উঠেছে, পুলিশ প্রশাসনের নির্বাক ভূমিকার জন্য অপরাধীরা মাথাচাড়া দিয়েছে। সারারাত ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশি টহল চলে, তার পরও কীভাবে একের পর এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চোরের দল হানা দিতে সাহস পায়? কেন, কীভাবে দিনের আলোয় পথচারীদের রাস্তা আগলে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা সংগঠিত হয়? একাধিক গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় কেন? সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরোতে আতঙ্ক বোধ করছেন। জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তবুও পুলিশ প্রশাসনের যেন কিছু করার নেই। উত্তেজিত জনতার এমন প্রতিবাদমুখর আওয়াজে কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্ট চত্বর সরগরম হয়ে উঠে আজ। পরে আজোমারা কান্দিগ্রামের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের পাকড়াও করতে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দেড় ঘণ্টার মাথায় থানা ঘেরাও কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন উত্তেজিত জনতা। অন্যথায় এলাকার আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক করে তোলার দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে কালাইন পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

কাগজে বিভ্রান্তিকর খবরের জন্য বাড়ছে করোনা-রোগী', গুয়াহাটিতে লকডাউনের শিথিলতার সুযোগে ভিড় না করার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : এক-দুটি কাগজে করোনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করায় গুয়াহাটি সহ রাজ্যে করোনা সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। তাই এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকতে সাংবাদিকদের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে আগামীকাল (৬ এবং ৮ জুলাই) গুয়াহাটি মহানগরে আংশিক শিথিল করা হবে লকডাউন। তবে শিথিলতার সুযোগে কোভিড প্রটোকল ভেঙে মুদি দোকানের সামনে কোনও ধরনের ভিড় না করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী আজ করোনা সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, গুয়াহাটিতে যতজন করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই পজিটিভ ধরা পড়ছে। গুয়াহাটির পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে অবনতি ঘটছে। যারা করোনাকে নিয়ে উপহাস করেন, এটা কোনও রোগ নয় বলে দাবি করেন তাদের সমালোচনা করেছেন হিমন্তবিশ্ব। যে রোগকে অতিমারি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে নিয়ে এ ধরনের দাবি উপহাস সমাজের জন্য ক্ষতিকারক বলে নিন্দা করেছেন সংশ্লিষ্টদের।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে করোনায় আক্রান্ত খুব বেশি রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটজনক নয়। রোগীদের সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসার সঙ্গে জড়িতরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার জবাবে মন্ত্রীর তথ্য, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন ২৫ জন, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের আইসিইউতে পাঁচজন, ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন দু-জন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন পাঁচ জন, যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে একজন এবং একজন আছেন বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। তাছাড়া, অক্সিজেন এবং ভেন্টিলেটরে রয়েছেন ২০-এর বেশি রোগী। ভেন্টিলেশন ছাড়া আইসিইউতে আছেন ৩২ জন। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে ১৫ জন রোগীকে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্লাজমা থেরাপির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গতকাল প্রথম প্লাজমা দিয়েছেন একজন ডাক্তার। তিনি ডা. লিথিকেশ। অন্য প্রসঙ্গে মন্ত্রীর দাবি, করোনা পরীক্ষার চতুর্থ স্থানে রয়েছে অসম।

রাজ্যে কিছু কিছু করোনা পরীক্ষার রেজাল্ট ভুল পাওয়া যাচ্ছে, এ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমগ্র অসমে করোনা পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হতে পারে। রাজ্যে এ মহূর্তে ৪ লক্ষের বেশি মানুষের করোনা টেস্ট করা হয়েছে। এত কাজে নামলে কোথাও ডাটা এন্টি করতে ভুল হতে পারে। স্বাস্থ্য কর্মীরা এ সব শুধরেও নিচ্ছেন ক্ষণিকের মধ্যে। এমতাবস্থায় এ ধরনের ভুলকে নিয়ে বড় বেশি প্রচার ভালোর চেয়ে ক্ষতি করবে।' তবে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ভিন্ন স্থানে কতটা করোনা টেস্ট এবং কতটা ভুল হয়েছে তারও তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। এছাড়া বলেন, গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত এক-দুটি কাগজে করোনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এর পর মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। গুয়াহাটি সহ রাজ্যে করোনা সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। নাগরিকরা করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে হাসপাতালে আসতে ভয় পাচ্ছেন। আরও বলেন, বিভ্রান্তিকর খবরে করোনা-যোদ্ধাদেরও মনোবল দুর্বল হতে পারে। তাই এ ধরনের অপপ্রচার না করে সদর্থক তথ্য সংবলিত খবর প্রকাশ করতে সাংবাদিকদের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গুয়াহাটিতে লকডাউনের শিথিলতার সুযোগে ভিড়ভাট্টা না করার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শুনিয়েছেন করোনা-তথ্য

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল (৬ এবং ৮ জুলাই) গুয়াহাটি মহানগরে আংশিক শিথিল করা হবে লকডাউন। তবে শিথিলতার সুযোগে কোভিড প্রটোকল ভেঙে মুদি দোকানের সামনে কোনও ধরনের ভিড় না করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী আজ করোনা সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, গুয়াহাটিতে যতজন করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই পজিটিভ ধরা পড়ছে। গুয়াহাটির পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে অবনতি ঘটছে। যারা করোনাকে নিয়ে উপহাস করেন, এটা কোনও রোগ নয় বলে দাবি করেন তাদের সমালোচনা করেছেন হিমন্তবিশ্ব। যে রোগকে অতিমারি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে নিয়ে এ ধরনের দাবি উপহাস সমাজের জন্য ক্ষতিকারক বলে নিন্দা করেছেন সংশ্লিষ্টদের।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে করোনায় আক্রান্ত খুব বেশি রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটজনক নয়। রোগীদের সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসার সঙ্গে জড়িতরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার জবাবে মন্ত্রীর তথ্য, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন ২৫ জন, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের আইসিইউতে পাঁচজন, ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন দু-জন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন পাঁচ জন, যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে একজন এবং একজন আছেন বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। তাছাড়া, অক্সিজেন এবং ভেন্টিলেটরে রয়েছেন ২০-এর বেশি রোগী। ভেন্টিলেশন ছাড়া আইসিইউতে আছেন ৩২ জন। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে ১৫ জন রোগীকে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্লাজমা থেরাপির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গতকাল প্রথম প্লাজমা দিয়েছেন একজন ডাক্তারই। তিনি ডা. লিথিকেশ। অন্য প্রসঙ্গে মন্ত্রীর দাবি, করোনা পরীক্ষার চতুর্থ স্থানে রয়েছে অসম।

রাজ্যে কিছু কিছু করোনা পরীক্ষার রেজাল্ট ভুল পাওয়া যাচ্ছে, এ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমগ্র অসমে করোনা পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হতে পারে। রাজ্যে এ মহূর্তে ৪ লক্ষের বেশি মানুষের করোনা টেস্ট করা হয়েছে। এত কাজে নামলে কোথাও ডাটা এন্টি করতে ভুল হতে পারে। স্বাস্থ্য কর্মীরা এ সব শুধরেও নিচ্ছেন ক্ষণিকের মধ্যে। এমতাবস্থায় এ ধরনের ভুলকে নিয়ে বড় বেশি প্রচার ভালোর চেয়ে ক্ষতি করবে।' তবে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ভিন্ন স্থানে কতটা করোনা টেস্ট এবং কতটা ভুল হযেছে তারও তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

থানা থেকে করা হয়েছিল ফোন, কানপুর কাণ্ডে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত।কানপুর এনকাউন্টার কাণ্ডে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।পুলিশি অভিযানের আগে কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিকাশ দুবেকে থানা থেকে ফোন করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।তার জেরেই আগে থেকে সতর্ক হয়ে বিকাশ দুবে পুলিশের ওপর গুলি চালায়।রবিবার বিকাশ দুবের ধৃত সহযোগী দয়া শংকর অগ্নিহোত্রী এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন।পুলিশি জেরার কাছে

হাইলাকান্দিতে আরও ১৪ জনের দেহে করোনা, জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : রবিবার হাইলাকান্দি জেলায় আরও ১৪ জনের দেহে করোনার উপসর্গ মিলেছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৫ জনে। হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রের খবর, আজ যে ১৪ জনকে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে তারা বাহারুল ইসলাম লস্কর (২০), রফিক উদ্দিন তালুকদার (২৮), বিলাল উদ্দিন লস্কর (২৭), নিজাম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ (৩২), শরিফ উদ্দিন লস্কর (২৫), আবুল হামিদ লস্কর (২০), বদরুল ইসলাম (২৪), আলি আহমেদ লস্কর (৩২), নিজাম হুসেন লস্কর (৩২), সাবির আহমেদ লস্কর (৩২), সাদ্দাম হুসেন লস্কর, জাব উদ্দিন লস্কর (৩৪), জাকির হুসেন মাঝারভুইয়াঁ (৪৯) এবং আব্দুল মনাফ বড়ভুইয়াঁ (২১)।

এই ১৪ জনের রেজাল্ট আজ রবিবার পজিটিভ এসেছে। এদের মধ্যে দুজন বিএড কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন, একজন মডেল স্কুল প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং পাঁচ জন ছিলেন জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং কাঞ্চনপুর প্রথম খণ্ডে হোম কোয়ারেন্টাইনে।

কাছাড় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আরকে দাম জানান, হাইলাকান্দি জেলায় সব সেলুন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সেলুন কর্মী দিজু চন্দ (৫১)-এর কোভিড পজিটিভ রেজাল্ট আসার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জেলার বিভিন্ন সেলুনে কর্মরত ক্ষৌরকর্মীর সোয়াব পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ রাখা হবে।

হাইলাকান্দি জেলার ২৩৫ জন রোগী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে জেলার ৮৪ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন। এদের চিকিৎসা চলছে এসকে রায় সিভিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে, এমজি মডেল হাসপাতালে, শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে এবং আলগাপুর মডেল হাসপাতালে। জেলার দুজন মারা গেছেন বলে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে।

করোনা : সোমবার থেকে ফের খুলতে চলেছে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম

প্যারিস, ৫ জুলাই (হি. স.): করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হতেই ফের খুলছে বিশ্বের সেরা দর্শনীয় স্থান, ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে এবং লকডাউনের জেরে গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ ছিল জাদুঘর। শেষমেশ নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর সোমবার থেকে ফের খুলতে চলেছে ফের ল্যুভর মিউজিয়াম। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসার ছবি এখানেই রয়েছে। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ মিশেলে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম সত্যিই এক আশ্চর্যজনক বিস্ময়। প্যারিসের সীন নদীর তীর ঘেঁষে কাচের তৈরি পিরামিড দিয়ে নবরূপে নির্মিত ল্যুভর মিউজিয়াম এক সময় ফ্রান্সের রাজাদের দুর্গ ও পরবর্তীতে রাজ প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে তা পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য এবং আকর্ষণীয় এক জাদুঘর। পর্যটকদের মনে আলাদা একটা জায়গা করে নিয়েছে এই ল্যুভর। করোনা পরিস্থিতি মার্চ মাসের ১৩ তারিখ থেকে বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে ফের খুলছে ল্যুভর মিউজিয়াম।তবে এই সময় বেশ কিছু নিয়ম মানতে হবে দর্শনার্থীদের। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। জিনিসপত্র রাখার যে ঘর ছিল, তা ব্যবহার করা যাবে না। কোনও খাবার পাওয়া যাবে না মিউজিয়াম চত্বরের ভিতরে। যে পথ ঘুরে দেখার জন্য ঠিক করা হয়েছে, সেখান দিয়েই যেতে হবে সকলকে। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো যাবে না। এমনকি

ছয়ের পাতায়

বোকাখাতে শূকরের অস্বাভাবিক মৃত্যু, মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা

গোলাঘাট (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : অসমের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরার নির্বাচন কেন্দ্র বোকাখাতে গত কয়েকদিনে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শতাধিক শূকরের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে বন্যার কারণে মহকুমার বেশিরভাগ অঞ্চল জলের তলায়। ফলে মৃত শূকরগুলো মাটিতে পুতে দেওয়ার জায়গা না পেয়ে সেগুলো বন্যার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলো আরও দূষিত হয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলোতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই মৃত শূকরের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে বোকাখাত মহকুমা পশু চিকিৎসা বিভাগের তরফ থেকে গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। শূকরগুলো সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়েই মারা গেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে চর এলাকাগুলোয় শূকরের মৃত্যু হওয়ায় মৃতদেহগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে নিকটবর্তী কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বুনো শূকরগুলোর শরীরেও এই রোগ ধরা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সীমান্তে স্লুইস গেট নির্মাণের জন্য অগরাতলি, ডিফলু পথার, ধনশিরিমুখ সমেত বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে শূকরের মৃতদেহগুলো জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। 'জিপাল' নামের কৃষক শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক প্রবীণ পেগু এবং জেলা সমন্বয়ক মনিকঙ্কনা বরবরা এক বিবৃতিতে শূকর পালকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, আজ অবধি সরকারের পশু বিভাগের তরফ থেকে কোনও ধরনের সচেতনামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া শূকরের মৃত্যু হলে সেগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে সৎকার করা, কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। যথা শীঘ্র এই সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রী অতুল বরার কাছে দাবি জানিয়েছেন সংগঠনটির সদস্যরা।

অসম-অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী দ্রোপাঙে করোনা আতঙ্ক, সাতদিন লকডাউন ঘোষণা স্থানীয়দের

শিমলুগুড়ি (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : লখিমপুর জেলার অসম-অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম দ্রোপাঙে অতিমারি করোনার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অঞ্চলের নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত দ্রোপাঙের বাসিন্দা অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর চালক প্রাঞ্জল বরা নামের এক ব্যক্তির শরীরে গত ৩ জুন কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে।

কোভিড আক্রান্ত প্রাঞ্জল বরা মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে তিনি নিজে থেকেই ঘরে আইসোলেশনে ছিলেন। আইসোলেশনে থাকার সময় দ্রোপাঙে বাজার করতে গিয়েছিলেন তিনি। তার পরই গোটা এলাকায় কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় এলাকার বাসিন্দারা নিজে থেকেই গ্রামকে লকডাউনের আওতায় নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজামী সাত দিনের জন্য গোটা গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে। দোকানপাট সমস্ত কিছু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, কোভিড আক্রান্ত প্রাঞ্জল বরা নারায়ণপুর আদর্শ হাসপাতালে নবনির্মিত কোভিড সেন্টারে চিকিৎসাধীন।

চিন বয়কটের ডাক আমেরিকাতে, বিক্ষোভ সমাবেশ টাইমস স্কোয়্যারে

টাইমস স্কোয়্যার, ৫ জুলাই (হি. স.):চিন বয়কটের ডাক আমেরিকাতেও, করোনা ভয়ের মধ্যেই বিক্ষোভ সমাবেশ টাইমস স্কোয়্যারে। ভয়াবহ করোনা সংক্রমণের ভয়ের মধ্যেই চিনের বিরোধিতা করার জন্য নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে জমায়েত হলেন কয়েকশো মানুষ।

করোনা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ১ লাখ ২৯ হাজার ৪৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে । শেষ পাওয়া পরিসংখ্যান বলছে, দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রন্ত হয়েছেন ২৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৬৯ জন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও চিনের বিরোধিতা করার জন্য নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে জমায়েত হলেন কয়েকশো মানুষ। জানা গিয়েছে, এই সমাবেশের বড় অংশই হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান। এছাড়াও ছিলেন আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা। তাঁদের সঙ্গে সামিল হন বহু তিব্বতী মানুষ। ছিলেন তাইওয়ান বংশভুক্ত আমেরিকানরাও।

বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, ভারতে আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে এবং তিব্বতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাইওয়ানকে মুক্ত করতে হবে। এই জমায়েতের ডাক দেয় আমেরিকান ইন্ডিয়ান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি। বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি জগদীশ সেহওয়ানি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্ব নেতা হিসেবে বর্ণনা করে তাঁদের আরও কাছাকাছি আসার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন বিক্ষোভকারীরা।

করোনা মোকাবিলায় ম্যালেরিয়া বা এইডসের ওষুধ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল 'হু'

জেনেভা, ৫ জুলাই (হি. স.): মৃত্যুর হার কমাতে ব্যর্থ ! হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং এইডস-এর ওষুধ লোপিনাভির বা রাইটোনাভির-এর যৌথ পরীক্ষামূলক প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।এক বিবৃতিতে হু জানিয়েছে, 'অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, হাসপাতালে ভরতি থাকা করোনা রোগীদের মৃত্যুহার ঠেকাতে ব্যর্থ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং লোপিনাভির বা রাইটোনাভির-এর যোথ প্রয়োগ। ট্রায়াল পর্যবেক্ষকরা অবিলম্বে এই পরীক্ষা বন্ধ করতে পদক্ষেপ করবেন।'

তবে হু জানিয়েছে, ট্রায়ালের আন্তর্জাতিক স্টিয়ারি কমিটির সুপারিশে পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ওই ওষুধগুলি নিয়ে অন্যান্য পরীক্ষা তাতে ব্যাহত হবে না।

উল্লেখ্য, হু পরিচালিত অন্য এক ট্রায়ালে করোনা সংক্রমণের চিকিৎসায় আমেরিকার জিলিড সংস্থার তৈরি ওষুধ রেমডেসিভার প্রয়োগের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। হাসপাতালে বরতি করোনা রোগীদের আরোগ্যলাভ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে তার সদর্থক ভূমিকা প্রমাণিত হওয়ায় রেমডেসিভার-কে শর্ত সাপেক্ষে গত শুক্রবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা ভারতকে ভালবাসে, মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই (হি. স.): ধন্যবাদ বন্ধু। আমেরিকা ভারতকে ভালবাসে। ২৪৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁকে ও সমগ্র আমেরিকাবাসীকে অভিনন্দন জানানোয় এভাবেই পাল্টা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল (৪ জুলাই) ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্যুইটারে লেখেন, আমি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন নাগরিকদের তাঁদের ২৪৪ তম স্বাধীনতা দিবসের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে আমরা স্বাধীনতা ও মানবিক উদ্যোগকে পোষণ করি। এর উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট লেখেন, ধন্যবাদ বন্ধু। আমেরিকা ভারতকে ভালবাসে।

গোষ্ঠী সংক্রমণ, গুয়াহাটিতে ৬ এবং ৮ জুলাই লকডাউনের শিথিলতায় কিছু রদবদল

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ব্যাপকহারে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল ৬ জুলাই লকডাউনের প্রস্তাবিত শিথিলতার ওপর সংশোধিত নির্দেশনা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। তবে দিশপুরের এক প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, শিথিলতার ওপর জারিকৃত গোটা নির্দেশনাই বাতিল হতে পারে। এ নিয়ে দিশপুরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে।

গতকাল একদিনে গুয়াহাটিতে ৭৭৭ জনের দেহে কোভিড-১৯ ধরা পড়ায় আতঙ্কিত মহানগরবাসীর পাশাপাশি প্রশাসনও। গত ৪ জুলাই রাজ্যের ম্যুসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ নির্দেশিকা জারি করে আগামীকাল ৬ এবং ৮ জুলাই চলমান লকডাউন আংশিক শিথিল করা হবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু মহানগরের সর্বশেষ কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামীকাল ৬ তারিখ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ অবলম্বনে আনা হয়েছে শিথিলতা। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটিতে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী সংক্রমণ। কেননা গত ১৫ জুন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ রোগী কেবল গুয়াহাটিরই।

মুখ্যসচিবের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র নিঃসঙ্গ অর্থাৎ আশেপাশে কোনও দোকান নেই এমন মুদিখানা সোমবার (৬ জুলাই) থেকে শুক্রবার (১০ জুলাই) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত খোলা যাবে। সংশ্লিষ্ট দোকানের স্বত্বাধিকারী এবং কর্মচারীদের অবশ্যই মুখাবরণের জন্য মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং গ্রাহকদের জন্য রাখতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এছাড়া সবাইকে মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্ব।

এছাড়া ওই দুদিন ছাড়া কেবল ৫ জুলাই এবং ৭ জুলাই পাইকারি

ছয়ের পাতায়

হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু দলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকের সর্বহারা উদ্বাস্তুদের আশ্বাস দিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন যে এদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে এবং শীঘ্রই তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

শনিবার দিল্লির শিখ গুরুদ্বারের প্রবন্ধক কমিটির মনীন্দ্র সিং সির্সা নেতৃত্বে এই হিন্দু উদ্বাস্তুরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। উদ্বাস্তুদের দাবি যে সকল হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে পর্যটক, আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতে এসেছে তাদের অবিলম্বে নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হোক। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত হিন্দুদের বেশিরভাগ অংশই দিল্লির মাজনু কা টিলা গুরুদ্বার সাহেবের উত্তরে যমুনার পাড়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকছে। বাকিদের অনেকেই দিল্লির রোহিনী এলাকার ৯ এবং ১১ নম্বর সেক্টরে রয়েছে। বৈঠকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা যে বিপন্ন সেই দিকটি উঠে এসেছে।

গ্রামে এল বিনপুরে দুষ্কৃতী হামলায় মৃত মহিলার দেহ, উত্তেজনা এলাকায়

ঝাড়গ্রাম, ৫ জুলাই (হি: স): বিবাহের অনুষ্ঠান চলাকলিন দুষ্কৃতীদের হামলা গুরুতর জখম হয়েছিল এক মহিলা। এদিন রবিবার সকালে তার মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এদিন ওই মহিলাকে শেষ শ্রদ্ধা জনাতে হাজির ছিলেন জেলা তৃণমুলের নেতাকর্মীরা। পরে এদিন অঞ্চল তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদরে গ্রেফতারের দাবিতে একটি বাইক মিছিল বার করা হয়। এই ঘটনাটি বিনপুর থানার আশাকাঁথি এলাকার রাজকুসমা গ্রামের।এদিন এই গ্রামে গিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা,জেলা তৃণমূল নেতা দূর্গেশ মল্লদেব,উজ্বল দত্ত,এড়গোদা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিকাশ মাহাতো সহ অন্যন্য জেলা, অঞ্চল নেতৃত্বে উপস্থিত হয়ে মৃতদের ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।তার সাথে তৃণূলের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবিতে বাইক মিছিল করা হয়।

উল্লেখ্য দুই জুলাই আশাকাঁথির রাজকুসমা গ্রামে শঙ্কর টুডুর ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই দিন শঙ্কর টুডুর ছেলে জিতেন টুডুর বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল।অভিযোগ সেই বিয়ের অনুষ্ঠান বানচাল করা জন্য আচমকা একদল দুষ্কৃতী টাঙ্গি ,তীর ধনুক,আগ্নেয়ায়স্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।সেই হামলায় শঙ্কর টুডু,তার স্ত্রী সিংগ টুডু ও জিতেন টুডুর উপর হামালা চালায় এবং তাদের বাধা দিতে গেল প্রতিবেশি কয়েক জন আহত।গুরুতর আহত হন শঙ্কর টুডু,সিংগ টুডু।তাদের কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে ভতি করানো হয়।সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার মারা যান সিংগ টুডু।সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন শঙ্কর টুডু।সে দিনের হামলার ঘটনা জানিয়ে তিন জুলাই বিনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শঙ্কর টুডুর এক ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এখনো অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয় নি।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেল যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন " আমরা চাই দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।এলাকায় যেন এরকম ঘটনা আর না সেটাই আশা করব।"

দুর্গাপুরে খানাখন্দে ভরা রাস্তায় মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ বামপন্থী গনসংগঠনের

দুর্গাপুর, ৫ জুলাই (হি.স.): বেহাল রাস্তা। উঠে পড়েছে পীচের স্তর। বেরিয়ে পড়ছে পাথর। বর্ষার শুরুতেই খানাখন্দে ভর্তি। সংস্কার না হওয়ায় পথে নামল বামপন্থী গন সংগঠন। গর্তে ভরা রাস্তায় মাছ ছেড়ে অভিনব প্রতিবাদ জানাল, সিটু, মহিলা সমিতি, ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে তাদের ওই মাছই আবার তুলে দেয় বিক্ষোভকারী। আবার কোথাও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল। দফায় দফায় বিক্ষোভ অবরোধকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুরে।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর এসবি মোড় থেকে বনফুল সরণী রাস্তাটি এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দার পাশাপাশি এলাকার বেশকয়েকটি কারখানার যানবাহন চলাচল করে। সম্প্রতি রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভর্তি। কোথাও বেরিয়ে পড়েছে পাথর আবার কোথাও বড় বড় গর্ত হয়েছে। বেহাল রাস্তায় নাকাল পথচলতি মানুষ। প্রায় দুর্ঘটনার পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হয় সাধারন মানুষ। রবিবার দুর্গাপুর বনফুল সরণী রাস্তায় মাছ ছেড়ে বিক্ষোভ শুরু করে সিটু, মহিলা সমিতি, ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই নেতা কর্মীরা। পাশাপাশি দুর্গাপুর- বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক ও ডঃ বিসি রায় এভিনিউ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। শিল্পতালুকের বিভিন্ন কারখানায় পন্যবাহী ট্রাক আটকে পড়ে। অবরোধের পাশাপাশি সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা রাস্তার জমা জলে মাছ ছেড়ে দেয়। কাগজের নৌকা তৈরী করে ছেড়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ। জমা জলের ছাড়া মাছ আবার পুলিশকর্মীদের হাতে তুলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, শহর জুড়ে বহু রাস্তার বেহাল অবস্থা। ভোট লুট করে ক্ষমতায় এসে মানুষের নুন্যতম পরিষেবাটুকু দিতে ব্যার্থ বর্তমান পুরবোর্ড। আমরা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারচুপির অভিযোগে বুদবুদে রেশন দোকানে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৫ জুলাই(হি.স.): কার্ড অনুযায়ী খাদ্যশস্য কম দেওয়ার অভিযোগ। তার প্রতিবাদে রেশন ডিলারের কাছে বিক্ষোভ দেখাল বঞ্চিত উপভোক্তারা। ডিলারকে ঘেরাও করে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিল বিক্ষোভরত উপভোক্তারা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বুদবুদ অ্যামুনিশেন রোডে।

প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে বুদবুদে বাংলাদেশী বসবাসকারী কয়েকজন ভুয়ো রেশনকার্ডধারী ধরা পড়ে বুদবুদে। ভুয়ো রেশনকার্ড ও জালিয়াতি ধরতে রেশন দোকানে স্ক্যানার মেশিন বসায় ডিলারেরা। সম্প্রতি উপভোক্তাদের রেশনকার্ড স্ক্যানারে যাচাই করে খাদ্যশস্য বিলি শুরু হয়। অনেকের দুরকম রেশনকার্ড রয়েছে বলে অভিযোগ। আর ওইসব জালিয়াতি ধরতেই স্ক্যানার বসানো বলে দাবী ডিলারের। ওই মেশিন বসানোর পর এবার রেশনে খাদ্যশস্য কম দেওয়ার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল বঞ্চিত উপভোক্তারা। রবিবার বুদবুদ ৫ নং রেশন দোকানে ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করে উপভোক্তারা। খবর পেয়ে রেশন দোকানে পৌঁছায় বুদবুদ পঞ্চেয়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ড।

তিনি জানান,' রেশনে কম খাদ্যশস্য দেওয়ার অভিযোগ আসছিল। বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা দেখলাম। আটা কম দিচ্ছে। গরিব মানুষের জন্য সরকার দিচ্ছে। কম দেওয়ার কোন এক্তিয়ার নেই ডিলারের। বিষয়টি ব্লক খাদ্য আধিকারিকের কাছে জানাব।' যদিও রেশন ডিলার চঞ্চল দে অভিযোগ অস্বিকার করে বলেন,' খাদ্য সামগ্রী নির্ধারিত পরিমানে কার্ড স্ক্যান করে দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটালে পরিবারে একটা কার্ড স্ক্যান করলে ওই পরিবারের সকলের কার্ড সিস্টেমে আসে। এদিন দোকানে ঘেরাও করে মারধর করে। মোবাইল ছুড়ে ফেলে দেয় আমার। সুরক্ষার অভাব বোধ করছি। বিষয়টি বিডিও ও খাদ্য আধিকারিককে জানাবো।' গলসী-১ নং বিডিও বিনয় মন্ডল জানান,' কোন লিখিত অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্য তদন্ত করে দেখা হবে।'

প্লাজমা দান করতে দাতার শারীরিক পরিস্থিতির নির্দেশিকা বেঁধে দিল মেডিকা

কলকাতা, ৫জুলাই (হি. স.): আগামীকাল সোমবার থেকে বাইপাসের ধারে মেডিকা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চালু হতে চলেছে প্লাজমা ব্যাংক। বেসরকারি উদ্যোগে এই প্লাজমা ব্যাংক চালু হওয়ার আগে কারা প্লাজমা দান করতে পারবেন তার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে,

১. প্লাজমাদাতার বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।

২. সদ্য সন্তান প্রসব করেছেন, এমন কারও থেকে প্লাজমা নেওয়া হবে না।

৩. যাঁরা করোনামুক্ত হয়ে উঠেছেন, টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর ১৪ দিন কেটে গিয়েছেন, তাঁরা প্লাজমা দিতে পারবেন।

৪. প্লাজমা দেওয়ার আগে সিবিসি (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট), এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস -বি এবং সি, টিটিআই — এই চারটি পরীক্ষা করা হবে দাতার। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে, তবেই প্লাজমা নেওয়া হবে।

এই প্রথম রাজভবনে উদযাপিত হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি স). আগামীকাল সোমবার রাজভবনে উদযাপিত হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।এই প্রথম কোনও রাজ্যপাল নিজস্ব বাসভবনে এ রকম আয়োজন করছেন। সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটায় রাজভবনে হবে এই স্মরণ অনুষ্ঠান। এর পর রাজ্যপালের সাংবাদিক সম্মেলনের কথা।এই সঙ্গে কাল বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বেলা ১১ টায় একটি ভার্চুয়াল সমাবেশে অংশ নেবেন।এতে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ কিছু বিশিষ্ট নেতার অংশ নেওয়ার কথা।কাল বিকেলে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সস্ত্রীক ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভবনের স্মরণ অনুষ্ঠানে যাবেন।ওই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর বাবা ''বাংলার বাঘ'' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিও।শ্যামাপ্রসাদবাবুর ভাইপো কলকাতা হাইকোর্ট ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তথা নবতীপর আইনজীবী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

খবর

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়ে পাশের হার ৬০.৫ শতাংশ। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক খজেন্দ্র ত্রিপুরা জানান এই বছর তাদের বিদ্যালয় থেকে ১৪৭ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় বসে এর মধ্যে ৮৯ জন পরীক্ষায় পাশ করে। তিনি জানান গ্রেডের হিসাবে এ্ ৩ জন, এ ১৩ জন, বি্ ১৯ জন, বি ৪৭ জন এবং সি ৭ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় পাশ করে।

শিকার রোগীরা

আটের পাতার পর

মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার ডায়ালাইসিস করাতে আসা রোগীদের পরিবারের লোকজনদের কথা চিন্তাভাবনা করেই হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু ওএকাংশের কর্মীদের বদান্যতায় জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করতে আসা রোগীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে গরিব রোগীরা অনায়াসে সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

ল্যুভর মিউজিয়াম

পাচের পাতার পর

মোনালিসার যে ছবি, তার সামনেও দাঁড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দাগ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সেলফি তোলার জন্য ওখানেই দাঁড়াতে হবে দর্শকদের।

রদবদল

পাচের পাতার পর

দোকানগুলি খোলা যাবে বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত।

অন্যদিকে, খাদ্য নিগমের সব কাজকর্ম আগামীকাল থেকে শুরু করা যাবে বলেও সংশোধিত শিথিল সংবলিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। তবে লোডিং আনলোডিং করার সময় সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুধাবন করতে হবে। বলা হয়েছে, অত্যাবশ্যক সামগ্রীবাহী যানবাহনগুলো কামরূপ মহানগর এলাকায় কোনও স্টপেজ ছাড়া যাতায়াত করবে।

সেভাবে, ৬ জুলাই এবং ৮ জুলাই নাগরিকদের ঘরে ঘরে নিয়ে শাক-সবজি ফলমূল বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এই দুদিন সকাল ৮-টা থেকে বেলা ২-টা পর্যন্ত বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ওষুধের পাইকারি বিক্রিও ৬ জুলাই এবং ৮ জুলাই সকাল ১০-টা থেকে বেলা ৩-টা পর্যন্ত চলবে বলে নয়া নির্দেশিকায় বলেছে প্রশাসন। এদিকে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, ওষুধের দোকানগুলি ৬ জুলাই এবং ৮ জুলাই খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতিকে থানায় তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, নিন্দা ছাত্রনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নারায়ণ দত্তকে আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণদিত ভাবে বিনা কারণে সদর এসডিপিও আটক করে পশ্চিম থানায় তুলে নিয়ে যায়। পুলিশের এইহেন আচরণের জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই এর সহসভাপতি ছাত্রনেতা সম্রাট রায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ যানিয়ে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন যে ২৪ঘন্টার মধ্যে এসডিপিওর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে ব্যপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেতে গিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এবং পুলিশকে নীরপেক্ষ হয়ে কাজ করার অনুরোধ যানান।

কামরার কর্মচারীরা

আটের পাতার পর

তাঁরা এখন পর্যন্ত বের করতে পারেননি। বিষয়টি অবশ্য রেলওয়ের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এতেও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সদর্থক কোনও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ করেছেন এসি কামরার কর্মচারীরা।

মাওবাদী

আটের পাতার পর

জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত মাওবাদীদের প্রত্যেকেরই নামে অপরাধ সংঘঠিত করা একাধিক মামলা রয়েছে এবং তাদের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফ থেকে। জানা গিয়েছে ওই চার মাওবাদী বিজি এন ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

চিনা সেনা ছাউনি

আটের পাতার পর

চিনা সেনা ছাউনিগুলি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে।কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোন থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে নদীর জলের তোড়ে চিনা সেনাবাহিনীর তাবু প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে এসে পড়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ব লাদাখে সেনা সমাবেশ করেছে ভারত এবং চিন।প্রায় ৪৫ হাজার সেনা জওয়ান মোতায়েন করেছে ভারত। আকাশ পথে চিনকে টক্কর দিতে টহল দিচ্ছে সুখোই ৩০ এমকেআই, মিগ ২৯, জাগুয়ার, মিরাজ ২০০০ মতো যুদ্ধবিমান। আকাশপথে কম্প্যাক্ট শ্রেণীর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার সমানভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতকে ঘেরার জন্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ২০,০০০ সেনা মোতায়েন করেছে ইসলামাবাদ।ফলে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়।

রাখা হয়েছে

আটের পাতার পর

ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। রবিবার ছিল গুরু পূর্ণিমা। কিন্তু এদিন ছিল সম্পূর্ণ লক ডাউন। তাই সম্পূর্ণ লক ডাউনের জন্য মন্দিরের প্রবেস দ্বার বন্ধ রাখা হয়। কেবল মাত্র মন্দিরে যারা স্থায়ি ভাবে থাকেন তাঁরা পূজার্চনায় সামিল হন। নিয়ম মেনে চলে গুরু পূর্ণিমার পূজা। নিষ্ঠা ভরে চলে পূজা। তিন পুরোহিত মিলে রাজধানীর উমা মেহশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। এই ক্ষেত্রেও মন্দির কমিটির কেউ যায়নি। সরকারী নির্দেশ মেনে এই গুরু পূর্ণিমার পূজা চলছে বলে জানান মন্দির কমিটির সদস্য অমিত চৌধুরী। অন্যদিকে এদিন লক ডাউন থাকায় রাস্তায় কোন ব্যক্তি বের হয়নি। অন্যদিনও মন্দিরের দরজা পুরো খোলা হয়না। তাই সমস্ত নির্দেশ মেনেই মন্দির খোলা ও পূজার্চনা চলছে বলে জানান তিনি।

অমিত ও রাজনাথ

আটের পাতার পর

ব্যবস্থাপনায় থাকবে আইটিবিপি। অর্থাৎ আইটিবিপি চিকিৎসকরাই করোনা রোগীদের চিকিৎসা করবে।হাসপাতালটির পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর গাইডল মেনে এই হাসপাতলে ২৫০ আইসিইউ ইউনিট রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য এখন আর হাসপাতাল শয্যার অভাব নেই। দিল্লিতে ১৫, ৫০০ বেশি শয্যা রয়েছে যার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ৫৩০০। করোনা পরিস্থিতি আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করলে তখন এই শয্যাগুলি ব্যবহার করা হবে এর আগে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন যে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চাহিদা কমছে। কারণ বেশির ভাগই বাড়ির মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছে। আগে ৬২০০ রোগী প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে যেত বর্তমানে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩০০।

ডিআরডিও তৈরি দেশের বৃহত্তম এই করোনা হাসপাতলে কাজ করবেন প্রায় ৬০০ জন। এদের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিক্স আধিকারিক।রবিবার এই কথা জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডা: মাধুরি কর্নিতকার প্রয়োজন পড়লে এই সংখ্যাটা আরও বৃদ্ধি হতে পারে।ছয় ঘণ্টা শিফটে কাজ করবে এরা। উল্লেখ করা যেতে পারে মাত্র ১২ দিনে দেশের বৃহত্তম এই হাসপাতালটি গড়ে তুলেছে ডিআরডিও। এদিন পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিল্লিবাসীকে যথাসম্ভব সহায়তা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই হাসপাতালটি তারই প্রমাণ বয়ে নিয়ে চলেছে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে : প্রদীপ

আটের পাতার পর

তাঁর মাঠে নামা উচিত। এই অপমান ও বঞ্চনা থেকে তিনিই বরাকবাসীকে রক্ষা করতে পারবেন, মনে করেন দত্তরায়। বলেন, 'অসমে বিজেপির পিতামহ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। আমি জানি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সম্মান করেন, তাঁর কথার গুরুত্ব দেন। কবীন্দ্রবাবু যদি নীরব থাকেন তা হলে আমরা ধরে নেব তাঁরও এর প্রতি সমর্থন রয়েছে।'

সংবাদিকদের মাধ্যমে প্রবীণ বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রদীপের আহ্বান, 'আপনাকে পিতামহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির জন্ম আপনার হাতে। তাই যদি আপনি পিতামহ ভীষ্মের আচরণ না করে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেন সেটা হবে বরাকবাসীর জন্য দুর্ভাগ্য। আপনি এ ব্যাপারে মুখ না খুললে আমরা ধরে নেব, আপনাদের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।'

প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বরাক উপত্যকার মানুষের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন হতে চলেছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী অন্তত ১৮ থেকে ২০ বার এই উপত্যকায় এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মিনি সচিবালয়ের শিলান্যাস করেছেন, দরগাকোণায় বিশ্ববিদ্যালয় জমি দিয়েছে সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিলান্যাস করেছেন, উড়ালপুলের কথা বলা হচ্ছে, মহাসড়কের ৩০ কিলোমিটার রাস্তা শেষ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, জেলা গ্রন্থাগার পুনর্নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, শহিদ স্মারক নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে, অথচ বিস্ময়করভাবে তার একটিও বাস্তবায়িত হয়নি এখনও। বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত সাংসদ ও বিধায়কদের কাছে এর স্পষ্টীকরণ চেয়েছেন বক্তা।

সেনিটাইজ করা হল বিশালগড় হাসপাতাল আতঙ্কের কোনও কারণ নেই ঃ এসডিএমও

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। করোনা আতঙ্কের রয়েছে বিশালগড় মহাকুমার হাসপাতালে। যদিও ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি থাকা সমস্ত রোগীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিষেবাও স্থগিত রাখা হয়েছে। শনিবার থেকে নতুন করে রোগী ভর্তিও নেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে মহাকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক জে এম দাস জানিয়েছেন আগামীকাল থেকে পুনরায় হাসপাতালে রোগী এলে ভর্তি করানো হবে। উল্লেখ্য গত ১ জুলাই বক্সনগর থেকে এক প্রসূতি বিশালগড় হাসপাতালে আসেন। সেখানে লেবার রুমে তার চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাকে কিছুক্ষণ পরেই জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। জিবিতে তাঁর করোনা সেম্পল টেস্ট করা হলে রিপোর্ট পজেটিভ আসে। এরপর ৪ তারিখ সকালে বিশালগড় মহাকুমার হাসপাতাল এর লেবার রুম সহ হাসপাতাল চত্বর সেনেটাইজ করা হয়।

মহাকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জে,এম দাস আরও জানিয়েছেন সেনিটাইজ করার ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে হয় তাই এখন হাস্পাতালে কোনো রোগী নেই। তিনি আরো জানিয়েছেন হাসপাতালে কর্মরত নার্স, ডাক্তার ও স্টাফ মিলে যারা রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এরকম দশজনের সেম্পল টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদি কেউ পজেটিভ আসেন তাহলে তো নিয়ম অনুসারেই ব্যবস্থা করা হবে আর যদি নেগেটিভ আসেন তাহলে আগামীকাল থেকে পুনরায় হাসপাতাল এর কার্যপ্রণালী চালু হবে।

পাচারকালে

● প্রথম পাতার পর

কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা সব থানায় মেসেজ পাঠিয়ে জানার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলার পুলিশসুপার।

বিমানযাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

আরো অধিক পুলিশের। এটা না করে কিভাবে পুলিস, তাদের খোলা রাস্তায় ছেড়ে দিল, এটাই মূল প্রশ্ন যাত্রীদের। অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে হোটেলে উঠলেন। কিন্তু হোটেলের টাকা কিভাবে দেবেন তারা, তাই এখন তাদের জানা নেই। এই বিষয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি ও আকর্ষণ করলেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এদিকে, গতকাল রাতে মৃতদেহ ও ময়নাতদন্তের পর নিয়ে মৃতার পরিজনরা আগরতলা থেকে কদমতলা থানায় এসে পৌঁছান। গতকাল গুরুতর অভিযোগ তুলেন মৃতার কাকা আব্দুল হক। তিনি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনেকটা তাদের অনুকূলে বলে জানান। তাছাড়া তারা আগেই অভিযোগ তুলেন বালিশ চাপা দিয়ে তাদের মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে বলে। তাই তারা প্রশাসনের কাছে আসামি দুজনের ফাঁসির আবেদন জানান।

হাবিলদার

● প্রথম পাতার পর

মৃত বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে জানান উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ। টিএসআর জওয়ান জয়দেব দাস এর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত টি এস আর জোয়ানের এক ছেলে রত্নদ্বীপ দাস উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

. ছুরিকাঘাত

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় থানায় একটা লিখিত অভিযোগ করেন কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য বিষয় পুলিশ আসামিকে আটক করার উদ্দেশ্য রওনা দিলে আসামি স্বইচ্ছায় থানায় এসে হাজির হয়।এখন দেখার বিষয় প্রকাশ্যে দিবালোকে এইভাবে ছুড়ি দিয়ে আঘাতের ঘটনা কিন্তু বিশালগড়ে প্রতিনিয়তই চলছে।কোন সময় দেখা যাচ্ছে আসামীকে আটক করতে পারছেনা পুলিশ কিন্তু এই কেইসে আসামী কিন্তু নিজে এসে ধরা দিয়েছে। তাহলে কি আহত তাপস দেব তার উপর হামলার সুস্ঠ বিচার পাবে বিশালগড় থানা থেকে তা নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে।

শুরু হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

সময়ে সংক্রমিতদের সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের ভাইরাসবিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এটি অনেক রাজ্যে ইতিমধ্যে ব্যবহৃত কেয়ার টেস্টিং মডেল। এটি বড় শহর ভিত্তিক বস্তিগুলিতে প্রশস্ত গ্রাফকে আটকানোর একটি পরীক্ষিত সূত্র।

তিনি বলেছেন, পরীক্ষার এই মডেলটি নিয়মিতভাবে এমন কন্টেন্টমেন্ট জোনগুলিতে নিযুক্ত করা হবে যেখানে সংক্রমিতের বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। একবার যদি কোনও ব্যক্তিকে দ্রুত অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ইতিবাচক পরীক্ষা করা হয় তবে তাকে চিকিৎসা পদ্ধতির অধীনে প্রেরণ করা হবে। তবে যদি নমুনাটি নেতিবাচক ফলাফল দেখায় তবে সোয়াব নমুনাগুলি আরটি-পিসিআর ল্যাবে আনা হবে এবং তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষাটি আবার করা হবে।

লকডাউন সফল

● প্রথম পাতার পর

সম্মুখীন হলেও পরবর্তী সময়ে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের হস্তক্ষেপে বহি রাজ্য থেকে আসা রোগীরা রাজ্যে প্রবেশ করেন। সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা ২৪ ঘন্টা লকডাউন রাজ্যের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করছেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনও সকাল থেকে মাঠে নেমে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

ধর্মনগর একদিনের লকডাউন রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে পালিত হয়। ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সুত্রধর এর নেতৃত্বে জেলা শাসকের অফিসের সামনে পুলিশি তৎপরতা ছিল লক্ষ্যণীয়। জরুরী পরিষেবা যুক্ত লোকজন ছাড়া অন্যান্যদের রাস্তাঘাটে চলাচল করতে দেওয়া হয়নি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়াই বেরিয়েছেন তাদের আটক করে জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লকডাউন পুরোপুরি সার্থক করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের ফলে লোকজন অহেতুক রাস্তাঘাটে বের হওয়ার সাহস পাননি। রবিবারের দিনটি কার্যত ছুটির আমেজে কাটিয়েছে ধর্মনগর সহ গোটা রাজ্যের জনগণ। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রবিবারে লকডাউনের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার কার্যত জনগণকে এই বিষয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। করোনা ভাইরাসের গ্রাফ যেভাবে উর্দ্ধগামী হচ্ছে তাতে যে কোনো সময় লকডাউনের সময় সীমা বাড়তে পারে। ধর্মনগরে কার্যত এদিন বাজার হাট দোকান পাট বন্ধ ছিল। কোনো ধরনের বেসরকারি যানবাহন চলাচল করেনি।

রবিবার সম্পূর্ণ লক ডাউনে জরুরী পরিষেবা গুলিকে ছাড় দেওয়া হয়। যথা রীতি চলে জরুরী পরিষেবা প্রদান। এই লক ডাউনে খোলা ছিল পেট্রোল পাম্প গুলি। সকাল থেকে প্রয়োজন ভিত্তিতে গাড়ি গুলিকে জ্বালানী সরবরাহ করা হয়। রাজধানীর দুর্গাবাড়ি, গনরাজ চৌমুহনী পেট্রোল পাম্প ছিল খোলা। সমস্ত পেট্রোল পাম্প খোলা থাকার কথা থাকলেও বেশ কয়েকটি পেট্রোল পাম্প ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। কোন ধরনের জ্বালানী এদিন দেওয়া হয়নি। অন্য দিনের তুলনায় চাপ কম থাকলেও পেট্রোল পাম্প গুলি খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অথচ তার পরেও কয়েকটি পেট্রোল পাম্প এদিন খোলা রাখেনি। তবে নতুন করে পেট্রোল- ডিজেলের কোন মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি বলে জানান রাজধানীর দুর্গাবাড়ির অশোক পেট্রোলিয়ামের মালিক মন্টু সাহা।

ক্রীড়াঙ্গন

রামোসের গোলে শিরোপার পথে রিয়ালের আরেক ধাপ

গত দুই আসরের মতো এবারও আথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে পয়েন্ট হারাতে বসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিলেন সের্হিও রামোস। তার সফল স্পট কিকে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল জিনেদিন জিদানের দল।সান মামেসে রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে শু হওয়া ম্যাচে ১-০ গোলে জেতে মাদ্রিদের দলটি। দারুণ জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে ৭ পয়েন্টে পেছনে ফেলল স্পেনের সফলতম দলটি।৩৪ ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৭৭। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০। অবশ্য রোববার রাতেই ভিয়ারিয়ালের মাঠে জিতে ব্যবধান কমানোর সুযোগ আছে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের।গেতাফে ম্যাচের মাত্র ৬২ ঘণ্টা পর খেলতে নেমে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় রিয়াল। মার্কো আনেসিওর ফ্রি-কিক গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর আলগা বল ডান দিকে পেয়ে গোলমুখে অরক্ষিত করিম বেনজেমাকে ক্রস দেন দানি কারভাহাল। কিন্তু বল একটু উঁচুতে থাকায় ঠিকমতো হেড করতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড।দুই মিনিট পর রিয়ালের রক্ষণে ভীতি ছড়ান ইনাকি উইলিয়ামস। ছুটে এসে তার শট প্রতিহত করেন মার্সেলো। ষোড়শ মিনিটে রাউল গার্সিয়ার হেড ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।প্রথম ৩০ মিনিটের রোমাঞ্চকর ফুটবল 'কুলিং ব্রেক' এর পর গতি হারায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বেনজেমা আরেকটি সুযোগ পেয়েছিলেন বটে; তবে আসেনসিওর ক্রসে লাফিয়েও ঠিকমতো হেড করতে পারেননি তিনি।দ্বিতীয়ার্ধেও অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ ধরে রাখে রিয়াল। তবে তাদের আক্রমণে ছিল না তেমন ধার। অবশেষে ৭৩তম মিনিটে স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন রামোস। ডি-বক্সে মার্সেলো ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।লিগে শেষ ১২ ম্যাচে রামোসের এটি সপ্তম গোল।

আসরে রিয়ালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল হলো ১০টি। লা লিগায় এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারে মোট গোল হলো রেকর্ড ৭১টি।৮৮তম মিনিটে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানতে পারতেন বেনজেমা। তবে ভিনিসিউস জুনিয়রের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে তার নেওয়া শট পা বাড়িয়ে রুখে দেন উনাই সিমোন।যোগ করা সময়ে কর্নারে রিয়ালের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় বিলবাও। শেষ পর্যন্ত গোলের উদ্দেশ্যে শটই নিতে পারেনি তারা। বিলবাওয়ের মাঠে জয় খরা কাটানোর পাশাপাশি শিরোপার সুবাস নিয়ে মাঠ ছাড়ে জিদানের দল।এর আগে এই মাঠে সবশেষ জিতেছিল ২০১৭ সালের মার্চে; ২-১ গোলে। সেবারই শেষ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। গত আসরে ১-১ ও তার আগের বার গোলশূন্য ড্র করে ফিরেছিল মাদ্রিদের দলটি।

দিবালাকে রোনালদোর পাশে খেলার পরামর্শ সাররির

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও পাওলো দিবালাকে একসঙ্গে খেলানো বেশ 'কঠিন' বলে কদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন ইউভেন্তুস কোচ। ছোট্ট একটা পরিবর্তন এনে সেই দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করেছেন কোচ মাওরিসিও সাররি। দিবালাকে দিয়েছেন রোনালদোর কাছাকাছি খেলার পরামর্শ, মাঠে যার ফলও মিলতে শুরু করেছে।কোচের পরামর্শ মেনে দিবালা যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছেন নতুনভাবে। টানা পাঁচ ম্যাচে পেয়েছেন গোলের দেখা। ইতালিয়ান সেরি আয় শনিবার ইউভেন্তুসের ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচের প্রথম গোলটি ছিল তার।তোরিনোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় স্কাই স্পোর্ত ইতালিয়াকে মাঠে দিবালার নতুন ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন সাররি।''দিবালার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দারুণতার সামর্থ্য নিয়ে কখনও আমার মনে দ্বিধা ছিল না। গত মৌসুমে সে ছিল কিছুটা দুর্ভাগা। আমি সবসময় তাকে বলি কিভাবে তার অনুশীলন করা ও খেলা উচিত। একইভাবে সেও আমাকে তার ভাবনাগুলো জানায়।''

''তার উচিত রোনালদোর আরও কাছাকাছি খেলা এবং বলের জন্য খুব বেশি নিচে না নামা, আর এই বিষয়টা তাকে আমি বোঝাতে পেরেছি বলে মনে হয়।''সাম্প্রতিক সময়ে দুজনের জুটি জমে উঠেছে বেশ। করোনাভাইরাস বিরতির পর দলের চার ম্যাচেই দুজনে পেয়েছেন গোলের দেখা। গত মৌসুমে ১০ গোল করা দিবালা এখন পর্যন্ত এবারের লিগে করেছেন ১১ গোল। আর রোনালদো আসরে করেছেন ২৫ গোল।দুই ফরোয়ার্ডের নৈপুণ্যে টানা নবম লিগ জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ইউভেন্তুস। ৩০ ম্যাচে ২৪ জয় ও তিন ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৫। ৭ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে লাৎসিও।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে রোনালদোর 'স্বস্তি'

গোল তিনি নিয়মিতই করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর 'নতুন রূপে' শুরু হওয়া লিগে যেমন চার ম্যাচের সবকটিতেই পেয়েছেন জালের দেখা। তারপরও জেনোয়ার বিপক্ষে করা গোলটি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর কাছে বিশেষ কিছু। দীর্ঘ দিন পর সরাসরি ফ্রি-কিকে যে পেলেন গোলের দেখা। দারুণ গোলটি করার পর ইউভেন্তুস তারকার অভিব্যক্তি ছিল নাকি অনেকটা এরকম, অবশেষে মিলল!ম্যাচ শেষে রোনালদো নিজেও জানান, গোলটি তার জন্য বড় বেশি দরকার ছিল।সেরি আয় শনিবার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী তোরিনোর বিপক্ষে ইউভেন্তুসের ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচের ৬১তম মিনিটে বাঁকানো ফ্রি-কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে গোলটি করেন রোনালদো। ইএসপিএনের তথ্যমতে, সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ৪২টি ফ্রি-কিকে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে জালের দেখা পেলেন ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা। ইতালিয়ান ক্লাবটির জার্সিতে যা প্রথম।সব মিলে ক্লাব ক্যারিয়ারে তার ফ্রি-কিক থেকে গোল হলো ৪৬টি; রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৩২টি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৩টি।গোলটি করতে পেরে রোনালদো যে একই সঙ্গে ভীষণ খুশি হয়েছেন ও স্বস্তি পেয়েছেন, তা ফুটে উঠল ম্যাচ শেষে কোচ মাওরিসিও সাররির কথায়।''সত্যি বলতে, আমি কখনও ভাবিনি বিষয়টা (ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে না পারা) তাকে অস্বস্তিতে রেখেছিল। কিন্তু ম্যাচ শেষে সে বলে ওঠে: অবশেষে হলো।''প্রায় দুই বছর লেগে থাকার পর ফ্রি-কিকে আবারও গোল পেয়ে উচ্ছ্বসিত রোনালদো। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে ফ্রি-কিকে হ্যাটট্রিকে পূরণ করেছিলেন তিনি, দলকে এনে দিয়েছিলেন মূল্যবান ১ পয়েন্ট। শনিবারের আগে সেটিই ছিল তার শেষ ফ্রি-কিকে গোল।''আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য ফ্রি-কিকে গোল পাওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার।''চলতি আসরে এটি ছিল তার ২৫তম গোল। ১৯৬১ সালের পর ইউভেন্তুসের প্রথম কোনো খেলোয়াড় হিসেবে মৌসুমে ২৫ গোল করলেন রোনালদো।এবারের লিগে তার চেয়ে বেশি গোল কেবল লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলের, ২৯টি।শনিবারের শেষ ম্যাচে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইম্মোবিলের দল ঘরের মাঠে এসি মিলানের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে। তাদের এই পরাজয়ে টানা নবম লিগ শিরোপার পথে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে ইউভেন্তুস।

জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখল বায়ার্ন

দুর্দান্ত পথচলায় অনন্য কীর্তি গড়লেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। দল পেল আরেকটি শিরোপার স্বাদ। বায়ার লেভারকুজেনকে হারিয়ে জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখলো বায়ার্ন মিউনিখ।বার্লিনে শনিবারের শিরোপা লড়াইয়ে ৪-২ গোলে জিতেছে হান্স ফ্লিকের দল। দাভিদ আলাবার গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সের্গে জিনাব্রি। দ্বিতীয়ার্ধে দলের বাকি দুই গোল করেন লেভানদোভস্কি। লেভারকুজেনের গোল দুটি করেন সভেন বেনডার ও কাই হাভার্টস।জার্মানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় টানা দ্বিতীয় ও রেকর্ড ২০তম বার চ্যাম্পিয়ন হলো বায়ার্ন। আর কদিন আগে টানা অষ্টমবারের মতো বুন্ডেসলিগার শিরোপা ঘরে তুলেছে দলটি।বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করা বায়ার্ন ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে এগিয়ে যায়। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দারুণ ফ্রি-কিকে পোস্ট ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডার আলাবা।২৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জিনাব্রি। জসুয়া কিমিচের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন জার্মান এই মিডফিল্ডার। লেভানদোভস্কি তার রেকর্ড গড়া গোলের দেখা পান ৫৯তম মিনিটে। প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে জোরালো শট নেন পোলিশ এই স্ট্রাইকার। সোজাসুজি বল ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান গোলরক্ষক লুকাস হারাডেটসকি। বল গড়িয়ে গোললাইন পেরিয়ে যায়। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি জার্মান কাপ ফাইনালে গোল করার কীর্তি গড়েন লেভানদোভস্কি।৬৩তম মিনিটে দারুণ হেডে ব্যবধান কমান জার্মান ডিফেন্ডার বেনডার। ৮৯তম মিনিটে ইভান পেরিসিচের পাস পেয়ে দারুণ টোকায় গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন লেভান দোভস্কি। ২০১৯-২০ মৌসুমে এটি তার ৫১তম গোল, মাত্র ৪৪ ম্যাচে। জার্মান কাপের ফাইনালে তার গোলের রেকর্ড বেড়ে হলো ৮।পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে স্পট কিকে স্কোরলাইন ৪-২ করেন জার্মান মিডফিল্ডার কাই হাভার্টস।ট্রেবল জয়ের মিশনে বায়ার্নের পরবর্তী লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল মিউনিখের দলটি।

দিবালা-রোনালদোর নৈপুণ্যে শিরোপার পথে ইউভেন্তুস

তৃতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে নিলেন পাওলো দিবালা। হুয়ান কুয়াদরাদোকে দিয়ে গোল করানোর পর দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে লক্ষ্যভেদের আনন্দে ডানা মেললেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোও। তোরিনোকে সহজে হারিয়ে সেরি আর মুকুট ধরে রাখার পথে আরেকটু এগিয়ে গেল ইউভেন্তুস।ইতালিয়ান সেরি আয় শনিবার ৪-১ গোলে জেতা ইউভেন্তুস ৩০ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। চলতি লিগে এ নিয়ে ২৪তম জয় পেল মাওরিসিও সাররির দল।গত নভেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের ম্যাচে তোরিনোর মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল ইউভেন্তুস।নিজেদের মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় ইউভেন্তুস। কুয়াদরাদোর থ্রু পাস ধরে পায়ের কারিকুরিতে ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে বাঁ পায়ে শট নেন দিবালা। একজনের পা ছুঁয়ে বল দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেয়। লিগে এই নিয়ে টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। লিগে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের এটি ১১তম গোল। দ্বাদশ মিনিটে রদ্রিগো বেন্তাকুরের হেড, একটু পর রোনালদো ও দানিলোর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি। অষ্টাদশ মিনিটে রোনালদো গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে নষ্ট করেন আরেকটি সুযোগ।২৯তম মিনিটে বল নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে নিজে শট না নিয়ে ছোট করে কুয়াদরাদোকে বাড়ান রোনালদো। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কলম্বিয়ার এই মিডফিল্ডার।প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে স্পট কিক থেকে তোরিনোকে ম্যাচে ফেরান আন্দ্রেয়া বেলোত্তি। বলের লাইনে ঝাঁপিয়ে আটকাতে পারেননি সেরি আয় রেকর্ড ম্যাচ খেলতে নামা জানলুইজি বুফন। সিমোন ভার্ডির শট ডি-বক্সে মাটাইস ডি লিখটের হাতে লাগলে ভিএআর দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।৬১তম মিনিটে বাঁকানো ফ্রি-কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো। টানা চার ম্যাচে গোল পেলেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

আসরে এটি তার ২৫তম গোল। ২৯ গোল করে তার সামনে আছেন কেবল লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দগলাস কস্তার ক্রস বিপদমুক্ত করতে গিয়ে জিজি নিজেদের জালে বল জড়ালে তোরিনোর বড় ব্যবধানের হার নিশ্চিত হয়ে যায়।

লিভারপুলকে উড়িয়ে দিল সিটি

প্রিমিয়ার লিগের সাবেক আর বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের লড়াইয়ে পাত্তাই পেল না লিভারপুল। কদিন আগে শিরোপা জিতে নেওয়া দলটিকে ঘরের মাঠে উড়িয়ে দিল ম্যানচেস্টার সিটি।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ৪-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কেভিন ডে-ব্রুইনে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাহিম স্টার্লিং। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জালের দেখা পান ফিল ফোডেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।ম্যাচের আগে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে 'গার্ড অব অনার' দেয় গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন সিটি। আর মাঠে দেয় শিরোপা হারিয়ে তারা কতটা তেতে আছে, এর প্রমাণ।আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরুতেই জমে যায় ম্যাচ। পঞ্চম মিনিটে দুটি চমৎকার সেভে সিটির ত্রাতা এদেরসন। মোহামেদ সালাহর শট ফিরিয়ে দেওয়ার পর ব্যর্থ করে দেন রবের্তো ফিরমিনোর ফিরতি শট।শুরু থেকে ব্যস্ত সময় কাটে দুই গোলরক্ষকের। ডিফেন্ডারদের ওপর দিয়ে যেন বয়ে যায় ঝড়। ২০তম মিনিটে সালাহর শট ফেরে পোস্টে লেগে। একটুর জন্য ফিরতি বলের নাগাল পাননি সাদিও মানে।২৫তম মিনিটে সফল স্পট কিকে সিটিকে এগিয়ে নেন ডে-ব্রুইনে।

আর্সেনালের টানা তৃতীয় জয়

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা জটিল হয়ে গেল উলভারহ্যাম্পটনের।প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলেকসঁদ লাকাজেত। লিগে দুই দলের আগের লড়াই শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়।কোনো দলই আক্রমণে সুবিধা করতে পারছিল না। প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে ভুগছিলেন ফরোয়ার্ডরা। আক্রমণে এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। ৩৫তম মিনিটে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল তারা। এডি এনকেটিয়ার শট গোলকিপার রুই পত্রিসিওর হাত ছুঁয়ে পোস্টে লেগে ফিরে।গোলের জন্য আর্সেনালের অপেক্ষা ফুরায় ৪৩তম মিনিটে। কিয়েরন টিয়ারনির কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ১৮ বছর বয়সী সাকা।দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালকে চেপে ধরে উলভারহ্যাম্পটন। ৬৩তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে একটুর জন্য বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি রাউল হিমেনেস। দুই মিনিট পর আডামা ট্রাউরের শট এগিয়ে এসে ব্যর্থ করে দেন আর্সেনাল গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।আক্রমণের ঝাপটা সামাল দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৮৬তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সফরকারীরা। জো উইলকের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড লাকাজেত।দুই মিনিট পর পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়ের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে ব্যবধান বড় হতে দেননি রুবেন নেভেস। টানা তৃতীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।এই জয়ে ৩৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ১৩ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে উঠে এসেছে আর্তেতার দল। সমান ম্যাচে সপ্তম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া উলভারহ্যাম্পটন ৫২ পয়েন্ট নিয়ে আছে ছয় নম্বরেই।দিনের আরেক ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ৩-০ গোলে হারানো লেস্টার সিটি ৩৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে। বোর্নমাউথকে ৫-২ গোলে হারিয়ে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।আগেই শিরোপা নিশ্চিত করা লিভারপুলের পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৮৬। ২০ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি।

জাগরণ 6 July, 2020, Monday আগরতলা ৬ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ২২ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.)।। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় দুজনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়।পূর্ব লাদাখ থেকে ফিরে এসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সহ একাধিক বিষয় রাষ্ট্রপতিকে অবগত করানোর জন্য রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবন আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে দুজনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাখে বিপুল সৈন্য সমাগম করেছে ভারত। বিশ্বের কোন কোন দেশে এমন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে পাশে আছে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে চিনকে কিভাবে এক ঘরে করা যায় সে বিষয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তেলিয়ামুড়ায় আটক চার জুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৪ জুয়ারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্তের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই সাফল্য পেয়েছে। জুয়ারিদের কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা সহ জুয়া খেলার বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা গৃহিত হয়েছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া এলাকায় জুয়ারিদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জুয়ারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসি।

বিশালগড়ের কদমতলীতে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। বিশালগড় থানা ও মহিলা থানা যৌথ উদ্যোগে বিশালগড় কদমতলী এলাকা থেকে কিছু গাজা নার্সারি ধ্বংস করে। এবং কিছু বিলাতী মদ সহ এক মহিলাকে আটক করতে সক্ষম হয় বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার গাজা নার্সারি ক্ষেত সহ বিলাতী মদ আটক করতে সক্ষম হয়। এবংএক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসে। মহিলার নাম মঞ্জু রানি মল্লিক বাড়ি বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে অভিযোগ।

জিবিতে ডায়ালাইসিস করতে গিয়ে হয়রানির শিকার রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির ডায়ালিসিস বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ডায়ালিসিস বিভাগে যারা ডায়ালিসিস করাতে আসেন তাদের যাবতীয় সরঞ্জাম হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করার কথা রয়েছে। সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ডায়ালাইসিস করাতে আসা রোগীদের জিবি হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না।

তাতে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বাধ্য হয়ে তারা খোলাবাজার থেকে চড়া দামে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে এনে ডায়ালাইসিসের সুযোগ নিচ্ছেন। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির কাজ কর্মে ক্ষোভে ফুঁসছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। তারা জিবি হাসপাতালে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগের ধরনের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জিবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে রোগীদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে ক্ষোভ আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এ বিষয়ে তারা রাজ্যের স্বাস্থ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারী নিয়ম মেনে সমস্ত মন্দির খোলা রাখা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। সরকারী নিয়ম মেনে সমস্ত মন্দির খোলা রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে মন্দির গুলিতে ভক্তদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। যাতে কোন ভাবেই ভীর না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে সামজিক দূরত্ব বজায় রাখার দিকে বিশেষ

ছয়ের পাতায় দেখুন

উপেক্ষিত বরাক উপত্যকায় সদ্যনিযুক্ত কাউকে পোস্টিং দিলে এখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে : প্রদীপ

শিলচর (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চিত করে রাজ্যে শতাধিক সরকারি পদে নিয়োজিত কোনও আধিকারিক বা কর্মচারীকে এখানে পোস্টিং দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এমন-কি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটতে পারে বরাক উপত্যকার তিন জেলায়। রবিবার এভাবেই রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

আজ শিলচরে সাংবাদিকদের ডেকে বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের সমন্বয়ের স্লোগানধারী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে প্রকারান্তরে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায়। পুরনো ফর্মে গিয়ে প্রদীপ বলেন, অতিসম্প্রতি অসমের কৃষি বিভাগে ১১১ জন, রুরাল হেলথ মিশনে ১৬ জন, বিশেষ সক্ষম (দিব্যাঙ্গ) প্রায় ২০০ জন এবং নার্সের বিভিন্ন পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে ৩০০ জনকে নিয়োগ পত্র দিয়েছে সরকার। বরাক উপত্যকার একজনও নেই এই চাকরির তালিকায়। সব চাকরি-প্রাপক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বেকার।

বৈষম্যের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছে সর্বানন্দের সরকার। শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, তিনি নিজে (প্রদীপ দত্তরায়) এবং বিভিন্নস্তরের জনতা এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করছেন। অথচ এত সব দেখেও বিস্ময়করভাবে বরাক-বিজেপি এবং অবশ্যই এই অঞ্চল থেকে নির্বাচত সাংসদ, বিধায়ক মায় মন্ত্রী, কেউ মুখে রা কাড়ছেন না। এত প্রতিবাদের পরও কিন্তু সরকার এর প্রতিকার করার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি দেখে হতবাক প্রদীপ দত্তরায়। বিষয়টি সরকার কানে তোলারই প্রয়োজন মনে করছে না।

আইনজীবী দত্তরায় বলেন, এই সকল নিয়োগপত্র বিলি করার সময় 'আমাদের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। এমন-কি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ তাঁদের মেরুদণ্ডহীনও বলেছেন। তাতেও তাঁদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁরা এর কোনও প্রতিবাদও করেননি। তার মানে, তাঁরাও এটা মেনে নিয়েছেন।'

এ প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছেন, 'যাঁদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে, হয় তাঁদের নিয়োগপত্র বাতিল করুন, নতুবা তাঁদের কাউকে পোস্টিং দিয়ে বরাকে পাঠাবেন না। কারণ তাতে বরাক উপত্যকায় আগুন জ্বলবে। বরাক উপত্যকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর অবনতি হবে। এবং এর জন্য সরাসরি দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার।' প্রদীপের সতর্কবাণী, বরাক উপত্যকায় ৫ লক্ষ বেকার রয়েছেন। তাঁদের অভিভাবক ১০ লক্ষ। এছাড়া আরও ১০ লক্ষ মানুষ এই নিয়োগের ব্যাপারে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কেউ তা মেনে নিচ্ছে না এবং নেবেও না।।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, 'আমার মনে হয় এই সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবগত নন। কৃষিমন্ত্রী (অতুল বরা) মুখ্যমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে এই কাজ করেছেন। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, মুখ্যমন্ত্রীর জানা থাকলে এটা হতে দিতেন না। এই সব পদে বরাকের ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেত, এই বিশ্বাস আছে।' এর পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন সবগুলো নিয়োগ ও পোস্টিং খতিয়ে দেখেন। তাঁর ব্যাখ্যা, যে সংখ্যায় নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাতে অসমে জেলাভিত্তিক হিসাব করলে প্রতি জেলায় চারজন করে চাকরি পাওয়ার কথা। সেই হিসাবে বরাক উপত্যকার তিন জেলার ১২ জনের চাকরি হত। অতএব অবিলম্বে নতুন পদ তৈরি করে বরাকের ছেলেমেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করবেন বলে দৃঢ় আশাবাদী প্রদীপ। না হলে তিনি ধরে নেবেন, বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয়ের স্লোগান ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থকে মুখ খোলা উচিত।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুলওয়ামায় বিস্ফোরণ, গুরুতর জখম এক সিআরপিএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রীনগর-পুলওয়ামা সড়কে আইইডি বিস্ফোরণে এক সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছে। রবিবার সকালে হওয়া এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আহত সিআরপিএফ জাওয়ানকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। ১৮২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান জি ডি দাস রোড ওপেনিং পার্টি হিসেবে পুলওয়ামার গাঙ্গুতে মোতায়ন ছিলেন।সেই সময় বিস্ফোরণটি ঘটে। আহত জওয়ানকে দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার মাথায় চোট গুরুতর। এই বিস্ফোরণের দায় এখনো পর্যন্ত কোন জঙ্গিগোষ্ঠী স্বীকার করেনি।তবে জঙ্গিদের ধরার জন্য ওই এলাকায় বিপুল পরিমাণে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সিআরপিএফ এবং সেনা জওয়ানরা।

কান্দামালে নিকেশ চার মাওবাদী

ভুবনেশ্বর, ৫ জুলাই (হি. স.): মাওবাদী দমনে বড় সড় সাফল্য। ওডিশার কান্দামালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ চার মাওবাদী। রবিবার ভোরে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে কান্দামালের সিরলার জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ফোর্স। টহলরত জওয়ানদের দেখতে পেয়ে গুলি চালায় মাওবাদীরা।শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। অবশেষে চার মাওবাদীকে নিকাশ করতে সক্ষম হয় নিরাপত্তা বাহিনী। কান্দামালের পুলিশ সুপার প্রতীক সিংহ

ছয়ের পাতায় দেখুন

গুয়াহাটিতে ৭৭৭, গোটা অসমে একদিনে ১২০২, রাজ্যে করোনাক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১১০০১

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : অসমে উদ্বেগজনকভাবে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত বিগতদিনের রেকর্ড ভেঙে একদিনে ১২০২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ৭৭৭ জনই মহানগর গুয়াহাটির। দ্রুতগতিতে গোষ্ঠী সংক্রমণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষ করে গুয়াহাটিতে চূড়ান্ত আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শনিবার রাত ১২:৪০ মিনিটে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিনের শেষ টুইট আপডেটে নতুন আক্রান্তদের সংখ্যা জানিয়েছেন। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ৪ জুন একসঙ্গে কোভিড-১৯-এ ১১,০০০১ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে টেস্ট রিপোর্ট এসেছে। এঁদের মধ্যে এক গুয়াহাটি মহানগরেরই ৭৭৭ জন। তাই এর জন্য সর্বস্তরের নাগরিকদের অতিরিক্ত সচেতন হওয়া দরকার। তিনি জানান, ইতিমধ্যে ৬,৩২৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চল গেছেন। সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪, ৬৫৭ জন। তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের।

প্রসঙ্গত, গুয়াহাটিতে শুক্রবার একসঙ্গে ১৩৪ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন ২৩৮ জন। এভাবে বুধবার রাতে মোট ৩৮০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাত ১২টায় টুইট করে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, গোটা রাজ্যে ৬১৩ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে গুয়াহাটির নাগরিক ছিলেন ৩৮০ জন। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটিতে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী সংক্রমণ। কেননা গত ১৫ জুন থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ রোগী কেবল গুয়াহাটিরই।

গুয়াহাটিতে ব্যাপক হারে গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে ১৪ দিনের জন্য সমগ্র কামরূপ মেট্রো জেলায় ফের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। তবে আগামী কাল থেকে লকডাউনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গতকালের করোনায় আক্রান্তের ঊর্ধমুখি গ্রাফ দেখে ওই ঘোষণায় আজ রবিবার ফের রদবদল করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গতকাল রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ৪১৬ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। শেষ কয়েকবারের রিপোর্টে নেগেটিভ আসায় তাঁরা ছুটি পেয়েছেন জানানো হয়েছে সরকারিভাবে।

করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার দিল্লিতে ৭০ শতাংশ, দাবি আম আদমি পার্টির

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): দিল্লিতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭০ শতাংশ বলে জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় দিল্লি সরকারের তরফ থেকে পাঁচটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।সেগুলি হল বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা করা, চিহ্নিত করে আইসোলেশন করা, বাড়ির মধ্যে আইসোলেশনে রাখা, এয়ার সার্ভিলেন্স, হাসপাতলে করোনা চিকিৎসার জন্য শয্যা সংখ্যা বাড়ান। এতেই কাজ দিয়েছে।ফলে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বাড়ছে।প্রতিদিন প্রায় ২৩ হাজার পরীক্ষা দিল্লিতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে রোগীর তুলনায় হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশ।

এর আগে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন যে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চাহিদা কমছে। কারণ বেশির ভাগই বাড়ির মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছে।আগে যেখানে ৬২০০ রোগী প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে যেত।বর্তমানে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩০০।আক্রান্ত হয়ে ওঠার হার কমে দাঁড়িয়েছে ১০.৫৮ শতাংশ।

চরম আর্থিক সংকটে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনের এসি কামরার কর্মচারীরা

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : দীর্ঘদিনের লকডাউন। ফলে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির বাতানুকূল (এসি) কামরার কর্মচারীরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। বেসরকারি কোম্পানির অধীনে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৫০০ যুবক গত ৮ থেকে ১০ বছর ধরে এই কাজে নিয়োজিত। কিন্তু অতিমারি করোনার প্রকোপ ঠেকাতে গোটা দেশে জারিকৃত লকডাউনের জেরে গত চার মাস ট্রেন চলাচল বন্ধ। ফলে অর্থের অভাবে পরিবার প্রতিপালনে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কর্মচারীরা।

লকডাউনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোম্পানির তরফ থেকেও তাঁরা কোনও ধরনের আর্থিক সাহায্য পাননি, জানিয়েছেন এই সকল কর্মচারীরা। সরকারের কাছ থেকেও কোনও ধরনের সহায়তা কিংবা আর্থিক সাহায্য পাননি। ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ফের কিনা, বা কবে নাগাদ হবে তা-ও একপ্রকার অনিশ্চিত।

তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাছে বকেয়া বিভিন্ন খাতে ন্যায্য টাকাও

ছয়ের পাতায় দেখুন

সুভাষনগরে উদ্ধার বিস্তর বিলেতি মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগরের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সুভাষ নগরের অজয় দেবনাথ এর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

পুলিশের কাছে খবর ছিল ওই বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ মজুদ রয়েছে। সে অনুযায়ী পুলিশ অজয় দেবনাথ এর বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অজয়দেবনাথ পালিয়ে যায়। তবে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে মহারাজগঞ্জ বাজারে অজয় দেবনাথ এর দোকান রয়েছে এই দোকান থেকে এর আগে বহুবার মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলাও রয়েছে। পুলিশের জালে ধরা পড়ে অজয় দেবনাথ জেলও কেটেছে। পরপর এসব ঘটনা ঘিরে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

আই জি এম হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এক রোগীর আত্মীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। আই জি এম হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এক রোগীর আত্মীয়। আই জি এম হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। রোগী দেখার জন্য জেতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে জুটছে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ বলে অভিযোগ। সময়ের আগেই বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা গেইট বন্ধ করে দেন। যে কারনে রোগীর আত্মীয় পরিজন সমস্যায় পড়েন। এই অবস্থায় তাঁরা ব্যবস্থা পনা নিয়ে হতবাক। হরিহর পাড়ার বাসিন্দা রোহণ মিয়া জানান শনিবার তাঁর মেয়েকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করান। এরপর থেকে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ধরনের পরিষেবার দিকে নজর দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। তবে এদিন সম্পূর্ণ লক ডাউন থাকায় আই জি এম হাসপাতাল ছিল কার্যত জন শূন্য। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া রোগীর আত্মিয় স্বজনদের বা রোগির ভিড় ছিল না।

রোগীকে ঠেলা গাড়িতে করে নিয়ে আসার সময় ওড়না পেঁচিয়ে জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসার হাদু গোলক এলাকায় এক রোগীকে ঠেলা গাড়িতে করে নিয়ে আসার সময় ওড়না ঠেলা গাড়ির চাকায় পিছিয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন ওই রোগীনি। উল্লেখ্য , রবিবার রাজ্যজুড়ে লক ডাউন ঘোষণা করায় রোগিনীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো যানবাহন মিলেনি। সে কারণেই ঠেলা গাড়ি করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পরিবারের লোকজন। তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের জওয়ানরা ছুটে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

রামবিলাস পাসোয়ানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, "মন্ত্রিসভায় আমার বরিষ্ঠ সহযোগী রামবিলাস পাসোয়ানকে জন্মদিনের শুভকামনা জানাই। তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতিগত অন্তর্দৃষ্টি কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিশালী সম্পত্তির মতো।সামাজিক ন্যায়ের দিক থেকে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, " কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এনডিএ-র সহযোগী রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। গরিব এবং বঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য আপনার সমর্পণ এবং করোনা কালে নরেন্দ্র মোদীর গরিব কল্যাণ যোজনায় সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা আপনার নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু ভগবানের কাছে কামনা করি। "

লোক জনশক্তি পার্টি সর্বেসর্বা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান এর ৭৪তম জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভরেকর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমর কৌর বাদল, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। বিহারের খাগারিয়া ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন রামবিলাস পাসোয়ান।

মাত্র ১২ দিনেই তৈরি দেশের বৃহত্তম করোনা হাসপাতাল, পরিদর্শনে গেলেন অমিত ও রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): রবিবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল ভারতের বৃহত্তম করোনা হাসপাতালে। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকায় ছাতারপুর এর আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হল। এই উপলক্ষে হাসপাতাল দিতে পরিদর্শনে আসেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপ রাজ্যপাল অনিল বৈজাল, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই হাসপাতালটি নিয়ন্ত্রণে থাকবে আইটিবিপি।

আইটিবিপি ডিজি এস এস দেশুয়াল জানিয়েছেন, আইটিবিপি চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা

এই হাসপাতালের দায়িত্বে থাকবেন। বিগত কয়েক মাস ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আইটিবিপি চিকিৎসকেরা।প্রথমদিকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে আইটিবিপি চিকিৎসকদের মোতায়েন করা হয়েছিল।পরবর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় দুশো শয্যার আধা সেনা জওয়ানদের করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে দায়িত্বে রয়েছে আইটিবিপি।

ভারতের বৃহত্তম করোনা হাসপাতালে রবিবার পরিদর্শন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ডিআরডিও জি সতীশ রেড্ডি। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তের ছাতারপুর ১০ হাজার শয্যাবিশিষ্ট ভারতের বৃহত্তম করোনা হাসপাতালটি গড়ে তুলেছে ডিআরডিও। এই হাসপাতালের

ছয়ের পাতায় দেখুন

নদীর জলে ভেসে গিয়েছে চিনা সেনা ছাউনি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): গালওয়ান উপত্যকায় নদীর জলস্তর বেড়ে যাবার কারণে চিনা সেনাবাহিনীর ছাউনি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ফলে বর্তমানে দিশেহারা অবস্থা লালফৌজের। গালওয়ান উপত্যকা দিয়ে যে নদী গিয়েছে তার নামও গালওয়ান নদী।

এই নদীটির উৎপত্তিস্থল আকশাই চিন থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে গিয়ে শেয়ক নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে।মে মাস থেকে চিনা আগ্রাসনের ফলে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে এই গালওয়ান নদী। এই নদীর পারে নিজেদের সেনা ছাউনি তৈরি করেছিল চিন। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যার ছবি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে হিমালয়ের বরফ গলছে এবং সেই কারণে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নদীর পাড়ে থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।